ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-71 ■ 17 December, 2024 ■ আগরতলা ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নানা অনুষ্ঠানে রাজ্যে উদ্‌যাপিত ৭১-এর বিজয় দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। আজ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যে উদযাপিত হলো ৫৩তম মহান বিজয় দিবস। বিজয় দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে ১৯৭১-এ পাকিস্তনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনা বাহিনীর বিজয় ও বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্রের পত্তনের ইতিহাসকে স্মরণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আজ সকালে আগরতলার লিচুবাগান স্থিত অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। তিনি শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। সেনাবাহিনীর জওয়ানরা শহীদদের স্মৃতিতে গান স্যালুট জানায়। বেজে উঠে বিউগল। এছাড়া সেনাবাহিনীর ৫৭ নং মাউন্টেন আর্টিলারি ব্রিগেডের উদ্যোগে আয়োজিত সাইকেল রেলিরও সূচনা করেন রাজ্যপাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমতি সান্ত্বনা চাকমা, ব্যাটেলিয়ানের মেজর জেনারেল সমীর চরণ কার্তীকেয়ন সহ সেনাবাহিনী জওয়ানরা।

অনুষ্ঠানে, মহান বিজয় দিবস সম্পর্কে রাজ্যপাল বলেন, ১৯৭১ সালের এই দিনেই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত করে যার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে নতুন দেশ হিসেবে জন্মলাভ করে। সেই সময়ে ৯০ হাজার এর বেশি পাকিস্তানি সৈন্য এই দিনটিতে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। রাজ্যপাল বলেন পৃথিবীর ইতিহাসে ওই লড়াই এক ঐতিহাসিক অধ্যায় রচনা করেছে। ভারতীয় জওয়ানদের আত্মবলিদানের ইতিহাস কে স্মরণ করে রাজ্যপাল শ্রীনাল্লু তাদের ও পরিবার বর্গের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অন্যবছরের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন অফিসে বিজয় দিবস পালন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পালন করা হয় বিজয় দিবস।

প্রসঙ্গত, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নয় মাসব্যাপী যুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল বাংলাদেশ। প্রতিবছরই আজকের দিনটি বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদার সহিত উদযাপিত হয়ে আসছে।

আজ ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে আগরতলাস্থিত বাংলাদেশসহকারী হাইকমিশনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রথম সচিব মোঃ আল আমিন।

এদিকে, ৫৩ তম মহান বিজয় দিবস ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের ৫৩তম বার্ষিকী স্মরণে ত্রিপুরার আগরতলা-আখাউড়া সীমান্তে এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১০১ এরিয়া চিফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল সুমিত রানা ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৩ ইনফ্যান্টি ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ তারিকের নেতৃত্বে উভয় পক্ষের উর্ধতন আধিকারিকরা শুভেচ্ছা ও মিষ্টি বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের বাহিনীর প্রতিনিধিরা পারস্পরিক উষ্ণ অভিনন্দন ও সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি, ওই ঐতিহাসিক বিজয়ের যুদ্ধে বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ঐতিহাসিক অংশীদারত্ব ও গৌরবময় আত্মত্যাগের মর্মস্পর্শী স্মৃতি স্মরণ করা হয়। বারেবারেই এই কথা ওঠে আসে, বাংলাদেশের সাহসী নারী-পুরুষগণ তাঁদের জাতীয় মুক্তির জন্য কিরকম দৃঢ় প্রত্যয়ী এক সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে। অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা ও আগরতলার নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথাও তুলে ধরা হয়।

এই অনুষ্ঠানা স্মৃতি তর্পন করতে গিয়ে উভয় পক্ষই প্রতিনিধিরা, ভারত ও বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ও তাঁদের জনগণের মধ্যে রক্তের বন্ধনে গড়ে ওঠা গভীর বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করেন - যা ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সমতার চেতনার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে, আজ সন্ধ্যায় এলবার্ট এক্কা যুদ্ধ স্মৃতি পার্কে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ও ভারতীয় সেনা আধিকারিকগণ ও তাদের পরিবার পরিজনরা। অনুষ্ঠানে ভারতীয় সৈন্যদের অদম্য চেতনা ও আত্মত্যাগের চিরন্তন ইতিহাস তুলে ধরা হয়। যা উপস্থিত দর্শক শ্রোতার মধ্যে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। ১৯৭১-এর যুদ্ধে যেসব ভারতীয় সেনা অংশগ্রহণ করেছিলেন, ত্রিপুরার সেই প্রবীণ সেনাদের এদিনের অনুষ্ঠানে সম্মানিত করেন মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী। এছাড়া বিজয় দিবসকে সামনে রেখে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী শিশুদের পুরস্কৃত করেন। পরে মন্ত্রী তার বক্তব্যে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি, ১৯৭১ সালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্প স্থাপনে বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। উত্তর পূর্বের রাজ্য ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রকল্প স্থাপনের বিষয়ে এগিয়ে আসার জন্য বিনিয়োগকারীদের অনুরোধ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন তিনি। সোমবার মুম্বাইয়ের কোলাবায় তাজমহল প্যালেস হোটেলে উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য ও বিনিয়োগ রোড শোতে বক্তব্য রাখার সময় এবিষয়ে গুরুত্ব তুলে ধরেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, মুম্বাইয়ে রোড শো আয়োজন করায় আমি এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। উত্তর পূর্বাঞ্চলে ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ও বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করতে কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিকাশে বরাবরই গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষী হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি। এই অঞ্চলের উন্নয়নে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি ঘোষণা করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলেরই একটি রাজ্য ত্রিপুরা, যেটা বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমান্ত বেষ্টিত রয়েছে। পূর্বাংশে রয়েছে আসাম ও মিজোরাম রাজ্য। এটা দেশের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য। ত্রিপুরার রয়েছে ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি সংস্কৃতি। ত্রিপুরা দেশের মধ্যে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে অন্যতম শান্তিপূর্ণ রাজ্য। এখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল মজুত রয়েছে,

যা একে উদ্বৃত্ত শক্তির জোগান দেয়। ত্রিপুরার অর্থনীতি প্রাথমিকভাবে কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ২০২৪ সালে রাজ্যের আনুমানিক মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ ১.৭৭ লক্ষ টাকা, যা ২০২৩ সালে ১.৫৭ লক্ষ টাকা ছিল। ত্রিপুরার জিএসডিপি ৮.৯ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উত্তর পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জিএসডিপি বৃদ্ধির হার। আমরা রাজ্যের সামর্থ্য ও সম্পদকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে একটি বিনিয়োগকারী বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সারা রাজ্যে শিল্প ও মৌলিক পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়াস জারি রেখেছে রাজ্য সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হিরা মডেল দিয়েছেন আমাদের। এজন্য যোগাযোগ ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। হাইওয়ে, ইন্টারনেট, রেলওয়ে এবং এয়ারওয়েতে প্রভূত উন্নতি হয়েছে রাজ্যে। মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দরকে আপগ্রেড করা হয়েছে, যা এটিকে এই অঞ্চলের দ্বিতীয় ব্যস্ততম ও আকর্ষণীয় বিমানবন্দরে পরিণত করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় রাজ্য সরকার দক্ষিণ জেলার প্রান্তিক শহর সাব্রুমে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলেছে, যা ইতিমধ্যেই বিনিয়োগকারীদের আকর্ষন বাড়িয়েছে। রাবার, বাঁশ, প্রাকৃতিক গ্যাস, কৃষিজাত পণ্য, আগর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, চা, হস্তশিল্প এবং পর্যটনের মতো দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে শিল্পের জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে ত্রিপুরায়। আমাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকাশ্য দিবালোকে টাকা ভর্তি ব্যাগ উধাও, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ ডিসেম্বর।। প্রকাশ্য দিবালোকে কৈলাসহরের প্রাণকেন্দ্রে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দোকান থেকে টাকা ভর্তি ব্যাগ চুরি করে পালিয়ে যায় চোরের দল। চোরকে ধরতে থানায় অভিযোগ করে পুলিশি সহায়তা পান নি অভিযোগকারী। এতে পুলিশের ভূমিকা ও শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, কৈলাসহর শহরের নেতাজী কর্নারের পাশের দোকান থেকে টাকা ভর্তি ব্যাগ চুরি হয়েছে। কৈলাসহর শহরের নেতাজী কর্নার এলাকায় শ্যামল বিশ্বাস নামে এক যুবক বিগত পনেরো বছর ধরে ফলের ব্যবসা করছে। সোমবার দুপুর বেলায় কয়েকজন ক্রেতা তাঁর দোকানে ফল কিনতে আসে। শ্যামল পেছনে থাকা গোডাউনে থেকে কিছু ফল নিয়ে দোকানে ফিরে হতভম্ব হয়ে যান। দোকানে থাকা তাঁর টাকার ব্যাগ উধাও হয়ে গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গোটা নেতাজী কর্নারে বেশ কয়েকটি সি.সি টিভি লাগানো থাকা স্বত্বেও দিনের বেলায় এভাবে চুরির ঘটনা ঘটে যাওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিকে, নেতাজী কর্নার এলাকায় চব্বিশ ঘণ্টাই পুলিশের টহল থাকে। তাছাড়া নেতাজি কর্নার থেকে কৈলাসহর থানার দূরত্ব আনুমানিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি স্বর্ণ সমৃদ্ধি সপ্তাহ উপলক্ষে মেলার উদ্বোধন

কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদে অভ্যস্ত করে তুলতে গুরুত্বারোপ ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। কৃষিকে সমৃদ্ধ করা ও কৃষকদের আত্মনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যেই শুরু হয়েছে কৃষি স্বর্ণ সমৃদ্ধি সপ্তাহ। কৃষি স্বর্ণ সমৃদ্ধি সপ্তাহ উদযাপনের লক্ষ্য হল কৃষকদের অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করে তোলা। আজ খোয়াইয়ের দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে কৃষি স্বর্ণ সমৃদ্ধি সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে রবি কৃষি বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদে অভ্যস্ত করে তুলতে কৃষি বিজ্ঞানীরা সবসময় কৃষকদের পাশে রয়েছেন। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কৃষকদের সহায়তায় বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। উন্নত প্রযুক্তি ও বীজ ব্যবহার করে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহযোগিতায় আমাদের কৃষকরা উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হবেন। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ আরও বলেন, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র শুধু কৃষিই নয় প্রাণীপালন, মৎস্যচাষ এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষাবাদে কৃষকদের সহযোগিতা করছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কৃষকদের আয় বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, পিএম কিষাণ প্রকল্পগুলি থেকে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। খোয়াই জেলায় ২৪,২১৬ জন কৃষক পিএম কিষাণ যোজনায় ১৮ কিস্তিতে ৭৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। ধানের বীজ উৎপাদনেও ত্রিপুরা এগিয়ে আছে। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, গ্রাম হলো সরকারের শক্তি। গরীব, যুবক, মহিলা, কৃষকদের সমানভাবে উন্নয়ন হলে রাজ্য পিছিয়ে থাকবেনা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বধূ হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। ওই গৃহবধূ নিজ বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্বামী রাজু দাস তাকে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা গৃহবধূ সীমা দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর মৃতার মা রাজুর বিরুদ্ধে সীমাকে হত্যার অভিযোগ তুলেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গতকাল গৃহবধূ সীমা দাস নিজের মা কে ফোন করে অসুস্থ বোধ হওয়ার কথা প্রকাশ করেছিল। তখন তার স্বামী বাড়িতে ছিল না। কিন্তু রাতে তার অসুস্থতা বেড়ে যায়। তখন তাঁর স্বামী সীমার মা কে ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ উঠেছে। সোমবার নিজ বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা সীমা দাসকে তাঁর স্বামী আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসে সেখানে চিকিৎসকরা গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

প্রসঙ্গত, প্রায় ১০ বছর আগে যোগেন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা রাজু দাসের সঙ্গে সামাজিকভাবে বিয়ে হয় সীমা দাসের। তাদের এক সন্তান রয়েছে। কিন্তু রাজুর আর্থিক অবস্থা ততটা ভালো না থাকায় কিছু ক্ষেত্রে সীমাকে নিজের মা ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের আইজি হলেন এ কে শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার আই জি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এ কে শর্মা।

১৯৮৭ ব্যাচের বিএসএফ অফিসার এ কে শর্মা আইজি বিএসএফ ত্রিপুরার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে তাঁকে বিএসএফ ট্রেনিং সেন্টার ইন্দোরে পোস্ট করা হয়েছিল।

রাজ্যে এসে পৌঁছানোর পর ত্রিপুরা সীমান্তের কর্মকর্তারা তাকে স্বাগত জানান এবং গার্ড অব অনার প্রদান করেন। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর, আইজি বিএসএফ সীমান্তের বর্তমান পরিস্থিতি এবং অপারেশনাল প্রস্তুতির পর্যালোচনা করেন।

এ কে শর্মার পূর্ব ও পশ্চিমী কমান্ড, কাউন্টার ইনসার্জেন্সি এবং অ্যান্টি নকশাল ওওরেশনস (এএনও) উভয়ের অধীনে কাজ করার বিশাল অভিজ্ঞতা রয়েছে। এনএসজি এবং জাতিসংঘ মিশনে ডেপুটেশনে কাজ করেছেন তিনি। এর আগে ত্রিপুরায়ও দায়িত্ব পালন করেছেন এ কে শর্মা।

পাঁচ দফা দাবিতে শহরে গণ অবস্থান ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। রেগা ও টুয়েপ প্রকল্পে বছরে ২০০ দিনের কাজ এবং দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা করা সহ পাঁচ দফা দাবিতে আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনীতে সামনে দুই ঘন্টার গণঅবস্থান সংগঠিত করে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের গন অবস্থান। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর পূরণ করা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

এদিন সংগঠনের এক কর্মী জানিয়েছেন, ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ায় নি রাজ্য সরকার। তাঁরা সরকারি আর্থিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে জনগণকে ঘর তোলার জন্য যে টাকা দেওয়া তা অনেক কম দেওয়া হয়। এই টাকা দিয়ে ঘর নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের নিকট পাঁচ দফা দাবি জানানো হয়েছে।

দাবিগুলো হল, রেগা ও টুয়েপ প্রকল্পে বছরে ২০০ দিনের কাজ, দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা করা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ডল সভাপতির পদ নিয়ে বক্সনগরে বিজেপির দৌড়ঝাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৬ ডিসেম্বর।। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ নেতৃত্ব এবং নির্বাচনী এবং কোর কমিটিদের মধ্যে মন্ডল সভাপতি নির্বাচন ঘিরে নিয়ে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। মন্ডল সভাপতি পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী খুঁজে নির্বাচন করতে প্রদেশ নেতৃত্ব ও কোর কমিটি কালঘাম ছুটবে বলে আশঙ্কা করছেন বক্সনগর ব্লক এলাকার জনগণ।

প্রসঙ্গত, গত ১১ ডিসেম্বর বক্সনগর ব্লক মন্ডল সভাপতি নির্বাচনী নমিনেশন আবেদন সংগঠিত হয় বক্সনগর টাউন হলে। ব্লক সভাপতি পদের জন্য ১৬ জন দাবিদারের স্থান রয়েছে। মন্ডলের বিভিন্ন পদাধিকার সদস্য, জেলা পরিষদ, সদস্য, বিভিন্ন মোর্চার সভাপতিগণ ব্লক সভাপতি পদের জন্য আবেদন করেছেন। স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তথ্য একনিষ্ঠকর্মী সভাপতি পদে আবেদন করতে পারবেন। পাশাপাশি তাঁর বয়স ৪৫ বছর হতে হবে।

এদিকে সকলের মনে একই প্রশ্ন চলছে, সত্যিই কি স্বচ্ছ নিষ্ঠাবান ভাবমূর্তি সম্পন্ন তথ্য বিজিপির একনিষ্ঠ কার্য্যকর্তা বক্সনগর ব্লক মন্ডলের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হবেন ? এর কারণ দলের একাংশ নেতা, বিধায়ক, বিজিত প্রার্থীরা মাফিয়া চক্রের সাথে জড়িত। মাফিয়া, চাঁদাবাজ, তোল্লা আদায়কারী, দুই নাম্বারী ব্যবসার সাথে যুক্ত বা কমিশন বাণিজ্য সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ব্লক মন্ডল প্রেসিডেন্টের আসনে বসালে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং আঁখের গোছানো অনেকটা সহজ হবে। এতে কামাই বাণিজ্য খুবই ভালো হবে। এজন্যই আদা জল খেয়ে সভাপতি পদের জন্য লড়াই করতে মাঠে নেমেছে মাফিয়া নেতারা।

এদিকে, দলের অভিজ্ঞ তথা ৪৫ বছর বয়সী নেতা সংখ্যায় কম থাকলেও, সঠিকভাবে বিবেচনা করে মন্ডল সভাপতি পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীকে খুঁজে বিচার করতে প্রদেশ নেতৃত্বের ও কোর কমিটি কালঘাম ছুটবে। এমনটাই আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এলাকার জনগণ মনে করেন, সঠিক নেতৃত্বের হাতে ব্লক মন্ডলের ব্যাটন গেলে দল এবং নিষ্ঠাবান কার্য্যকর্তার মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর,২০২৪ ইং
১ পৌষ, মঙ্গলবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বিজয় দিবস ও কিছু কথা

বাংলাদেশের বিজয় দিবস প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর পালিত হয়। ১৯৭১ সালের এই দিনে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে, আর বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পায় একটি নতুন স্বাধীন দেশবাংলাদেশ। এই দিনটি শুধু বিজয়ের নয়, লাখো শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের স্মারক। এটি বাঙালির চেতনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং স্বাধীনতার চূড়ান্ত পরিণতির দিন।বিজয়ের ৫৩ বছর পরেও বাংলাদেশের সামনে অনেক সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ রহিয়াছে। বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে একটি উদাহরণ স্থাপন করিয়াছে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ, বিশেষ করিয়া তৈরি পোশাক শিল্পে। তবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস, এবং বেকারত্ব এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনুসারে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিতে উদ্যোগ নিতে হইবে।

দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দলীয় সংঘাত বিজয়ের চেতনাকে কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ করে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও ঐক্যের অভাব দেশের গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করিতেছে। মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র ছিল জনগণের মুক্তি ও শান্তি, যাহা অর্জনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে একসঙ্গে কাজ করিতে হইবে।

সাক্ষরতা হার বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, এবং স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। তবে দুর্নীতি, নারীর প্রতি সহিংসতা, এবং সুশাসনের অভাব এখনো সমাজের বড় বাধা। এসব সমস্যা দূর করা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলিয়া ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম, এবং সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী হইলেও প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও উন্নত করা জরুরি। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রয়োজন।

বাংলাদেশের বর্তমান তদারকি সরকার যাহার নেতৃত্বে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত মহম্মদ ইউনূস, এই মুহূর্তে যাহা করিতেছেন তাহার জন্য তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। এই সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন হওয়া নিয়া ভারতের ভূমিকার কথা ভুলাইয়া দিতে চাইছে বর্তমান প্রজন্মকে। বাংলাদেশে ভবিষ্যতে নির্বাচনান্তে যে সরকারই প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল

হইতেই হবে। এমনকি মৌলবাদীরা, পাকিস্তানপন্থীরা বিএনপির সহযোগে যদি সরকার গঠন করে, তাহাকেই ভারতের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াইয়া এবং বৈরতা নিয়া বাংলাদেশের এই সরকারকেই নানা বিষয়ে ভারতের উপর নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং বিএনপি এবং জামায়েতদের লাফালাফি এবং ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিবার হুমকি কোনও মতেই সাজে না। এখন মৌলবাদীরা পাকিস্তানকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছে এবং ভারতের সঙ্গে লড়াই করিতে হইলে পাকিস্তানকে পাশে পাইবে, এই কথা ভাবিয়া ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতেছেযাহা অত্যন্ত হাস্যকর। নিন্দারও।ভাবা যায় না, বাংলাদেশের জন্য জীবন দেওয়া শেখ মুজিবুর রহমানের কথা ভুলিয়া মৌলবাদীরা মহম্মদ আলি জিন্নাকে বাংলাদেশের জনক বলিয়া মনে করিতেছে এবং তাঁহার জন্মবার্ষিকী ঘটা করিয়া পালন করা হইয়াছে ঢাকায় বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবে। ইউনূস খানের এই তদারকি সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্মম অত্যাচার, তাঁহাদের মন্দির অপবিত্র করা এবং মূর্তি ভাঙা বন্ধ করিতে। অর্থাৎ বাংলাদেশের তদারকি সরকার এবং এই সরকারের কট্টর সমর্থকরা চায় বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করিতে। এটা বিরাট ষড়যন্ত্র এর মূলে কাজ করিতেছে। বর্তমান বাংলাদেশের সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করিয়া বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে বিএনপি এবং মৌলবাদীরা। তাহারা ইউনূস সরকারের ওপর নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করিতেছে অবিলম্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবার জন্য।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি বিজয়ের স্বাদ গ্রহণ করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে, আর জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। এ বিজয় ছিল লাখো মুক্তিযোদ্ধার ত্যাগ, সর্বস্তরের মানুষের সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্মিলিত ফল। বিজয়ে ভারতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিস্মরণীয়।

সশস্ত্র বাহিনীর সেবা ও উৎসর্গকে ভারত কখনই ভুলতে পারবে না : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বিজয় দিবসে সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, সশস্ত্র বাহিনীর সেবা ও উৎসর্গকে ভারত কখনই ভুলতে পারবে না। বিজয় দিবসের সকালে টুইট করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং লিখেছেন, 'বিজয় দিবসের বিশেষ মুহূর্তে, দেশ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগকে অভিবাদন জানায়।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এক্স মাধ্যমে আরও লিখেছেন, 'সশস্ত্র বাহিনীর অদম্য সাহস ও দেশপ্রেম আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ভারত তাঁদের ত্যাগ ও সেবাকে কখনই ভুলবে না।

ছত্তিশগড়ের বালোদ জেলায় পথ দুর্ঘটনায় নিহত ৬, আহত ৭

বালোদ, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের বালোদ জেলায় ভয়াবহ এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এছাড়াও ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় ৭ জন আহত হয়েছেন। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ডন্ডি থানার অন্তর্গত ভানুপ্রতাপপুর-ডাল্লিঝাড়া সড়কের চৌরহাপাওয়াদের কাছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অশোক যোশী বলেছেন, একটি ট্রাক বিপরীত দিক থেকে আসা এসইউভি গাড়িতে ধাক্কা মারে, এতে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৭ জন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পরই ঘাতক ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজয় দিবসে বীরদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি রাষ্ট্রপতির, সাহসিকতাকে কুর্নিশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বিজয় দিবসে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সোমবার সকালে সামাজিক এক্স-এ রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'বিজয় দিবসে, আমি আমাদের বীর সৈনিকদের শ্রদ্ধা জানাই, যারা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় অদম্য সাহস প্রদর্শন করেছিলেন, ভারতের জয় নিশ্চিত করেছিলেন। একটি কৃতজ্ঞ দেশ আমাদের সাহসী বীরদের চূড়ান্ত আত্মত্যাগকে স্মরণ করে যাদের গল্প প্রতিটি ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে এবং জাতীয় গর্বের উৎস হয়ে থাকবে।'

বিজয় দিবসে বীর শহীদদের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স-এ টুইট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'বিজয় দিবসে, আমরা ১৯৭১ সালে ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়ে অবদান রাখা সাহসী সৈনিকদের সাহস ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাই। তাঁদের নিঃ স্বার্থ উৎসর্গ এবং অটল সংকল্প আমাদের দেশকে রক্ষা করেছে এবং আমাদের গৌরব এনে দিয়েছে। এই দিনটি তাঁদের অসাধারণ বীরত্ব এবং তাঁদের অদম্য চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁদের আত্মত্যাগ চিরকাল প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে এবং আমাদের দেশের ইতিহাসে গভীরভাবে গেঁথে থাকবে।'

সংখ্যালঘুদের সাত সতেরো

শোভনলাল চক্রবর্তী

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর সহ্যসীমা পেরিয়েছে। তবে কিনা, ইতিহাসের গতিপথ লক্ষ করলে বোঝা যায় এই ঘটনা ছিল অনিবার্য। গত আগস্টে সে দেশে যে আন্দোলন চলছিল, তার মধ্যে ইসলামি মৌলবাদী নেতাদের দাপট যাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন না, মনে করছিলেন এই গণ-অভ্যুত্থান রচনা করছে প্রগতির রাজনীতি ও স্বাধীনতার ইতিহাস, এত দিনে তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের কাছে স্বীকার করছেন যে, রাজনীতি এবং ইতিহাস, দুটোই তাঁরা কম বুঝছিলেন তখন।

বুঝছিলেন না যে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের দু'টি মুখই ছিল এর চরম বাস্তব। একটি ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারী অসহিষ্ণুতার মুখ। অন্যটি ধর্মীয় রাজনীতির উন্মাদনাকে কোনও না কোনও ও ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার মুখ। হাসিনা এতে আমলেও বহু সময় বাংলাদেশের হিন্দুরা বিপন্ন বোধ করেছেন, উদারপন্থী মুসলমান জয়ে নাগরিকরা হতাশ, এস্ত, লজ্জিত, অপমানিত বোধ করেছেন সরকারের সঙ্গে উগ্রবাদীদের নানা সংযোগে আর আপসে। কিন্তু সব মিলিয়ে, অতি-উগ্রতার কোমরে সেদ একটা শক্ত রশি পরানো ছিল তখন। মনে ঙ্গে পড়ে, হাসিনা সেই সময়ে ইন্টারনেট বন্ধ জয়ে করায় এখানে অনেকেই রেগে আগুন হচ্ছিলেন, তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না যে অনলাইন মাধ্যমে কী দ্রুত গতিতে ভয়ঙ্কর বা আগুন ছড়াচ্ছে ইসলামি মৌলবাদ। আর এখন? এখন অবাধ রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে আর একটি নতুন মৌলবাদ- অধ্যুষিত দেশ তৈরির সাফল্যে "রাজনৈতিক ইসলাম" হাসছে গগনবিদারক অট্টহাসি। আগস্টের পর থেকে তো কেবল হিন্দুরা নন, আক্রা চার নির্যাতিত নিহত হচ্ছেন বৌদ্ধরা, সুফিরা, সুস্থচিন্তার মুসলমানরা। ধর্মীয় সংখালায় সংখ্যাগুরুর ঊর্ধ্বে উঠে আজীবন সমাজ- সে সংস্কৃতি-রাজনীতির মুক্তিচচায় যুক্ত যার থেকেছেন যাঁরা, তাঁরা সবাই আজ "সংখ্যালঘু" এই বাংলাদেশে। গোটা বিশ্ব, জানে, বাংলাদেশের এই মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা কী ভয়ঙ্কর, বিদেশ থেকে উদ্বেগবার্তা ভেসে আসছে। উদ্বেগে এবং হয়তো এ বিপদ আর আটকানো যাবে না। ঠিক যেমন, ভারতীয় সাম্প্রদায়িক তরঙ্গ এরা আটকানো যায়নি ভৎসনা বা সতর্কবার্তায়, নতে বরং তার এক রকম স্বাভাবিকীকরণ হয়ে গিয়েছে বলে অজমের বা সম্ভল নিয়ে আজ আন্তজাতিক স্তরে আর উচ্চবাচ্যও হয় না। তাই, ভারতীয় উপমহাদেশে আমরা যারা ধর্ম অতিক্রমী নীতি আর রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরতে চাই হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, এই 'আমরা'ই আজ ভারতে পাকিস্তানে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু।

এই 'আমরা'-র সঙ্গে 'সেকুলার' বা 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটা জুড়ব না। কেননা, এই মনুষ্যত্ব নামক নীতির সঙ্গে আসলে ধর্মে-বিশ্বাস বা ধর্মে-অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র যোগ নেই। বহু মানুষ আপন আপন ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান, ভক্তিমান থেকেও অন্য মানুষের দিকে যখন তাকান কোনও ধর্মচিহ্ন দেখেন না, বরং সুখেদুঃখে গড়া এক-একটা গোটা মানুষকেই দেখেন। নিজের ধর্মকে মানার অর্থ বলতে তাঁরা অন্যের ধর্মবোধে আঘাত করা বা ধর্মস্থানের উপর চড়াও হওয়া বোঝেন না, ও হিংসা ছড়িয়ে ক্ষমতার ভাগ চান না। এই 'আমরা' যদি সংখ্যালঘু হই, কে বা কারা সংখ্যাগুরু, বুঝতে অসুবিধে হয় না। বাংলাদেশের অশান্তির পরিমাণ, ধরন ও বিস্তার নিয়ে তর্কবিতর্ক থাকতেই পারে, তবে স্পষ্টতই, পরিস্থিতি এত অস্থির, বহু মানুষের পক্ষে এত অনিরাপদ যে সে দেশ থেকে ভারতে আশ্রয়প্রার্থীর ভিড় ক্রমাগত বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতনের একের পর এক অভিযোগ উঠেছে। ইউনুস পরিচালিত অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি বদলায়নি, এমনকি উত্তরোত্তর লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে বিভিন্ন স্থানে। দেশের নানা প্রান্তে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘরবাড়ি, ভাঙচুর চলেছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতেও। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সঙ্কট কোনও নতুন বিষয় নয়, বিগত দশকগুলিতে তার যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু উনিশশো একাত্তরের পর। এই সঙ্কট এত ব্যাপক আকার ধারণ করল এইবার। দিল্লির বিপন্নতা অনুমেয়। গত আগস্ট থেকে সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ। অনুপ্রবেশ আটকাতে নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি সাহায্য নেওয়া হচ্ছে প্রযুক্তিরও। সীমান্তের গেটগুলিতে বসানো হয়েছে বায়োমেট্রিক লক। সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বসেছে অতিরিক্ত ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা। দিনের পাশাপাশি রাতেও চলছে বাড়তি নজরদারি। তৎসত্ত্বেও সীমান্তের কাঁটাতারহীন এলাকাগুলি চিন্তায় রেখেছে সীমান্ত বাহিনীকে। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের ১৯৩৬ কিলোমিটারের মধ্যে দশ শতাংশ কাঁটাতারবিহীন। এই মুহূর্তে একাধিক স্থানে নতুন করে কাঁটাতার স্থাপন বা পুরনো বেড়া মজবুত করার কাজ চলছে। এর পাশাপাশি কূটনীতির উপরও জোর দিল্লি। সে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষার বিষয়ে ঢাকা-র আরও সক্রিয় ভূমিকা চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। এখনও পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রেখে চাপ বাড়ানোর পক্ষে তারা। লক্ষণীয়, পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিজেপির নেতারা কিন্তু কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতাদের থেকে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। তাঁদের সমর্থক জনগোষ্ঠীর মনোবাস্থ্য আন্দাজ করে শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতারা তীর ভাষায় উস্কানিমূলক বার্তা দিচ্ছেন। অর্থাৎ বিজেপির দলীয় অবস্থান এবং কেন্দ্রীয় সরকারি অবস্থানের মধ্যে একটা সাবধান তৈরি হচ্ছে।। প্রথম পঞ্চ উত্তাপের আঁচে রাজনৈতিক লাভের আশায় উত্তাপ বাড়ানোয় উৎসাহী। দ্বিতীয় পক্ষ, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হলে ভারত সঙ্কটে পড়বে অনুমান করে উত্তাপ কমিয়ে সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। সীমান্তের ওপারে হিন্দু সংখ্যালঘুর নিপীড়ন এপারে বিজেপির দলীয় রাজনীতিকে বাড়তি ইন্ধন দেবে ঠিকই, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে তা বিষম উদ্বেগের কারণ। প্রথম উদ্বেগ নতুন উদ্বাস্তু স্রোত বিষয়ক। উপরন্ধ, আশ্রয়সন্ধানী উদ্বাস্তুদের ভিড়ে দুষ্কৃতী বা জঙ্গি চলাচল বাড়তে পারে। সীমান্ত অঞ্চলে অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনিতেই মণিপুরে জাতিদাঙ্গার সূত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হচ্ছে। এখন আবার নতুন চাগে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা সীমান্তে বাড়তি জটিলতা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। সরকার ও দলের এই বিধান্বিত পরিস্থিতি, বিজেপিকে নিশ্চয়ই চিন্তায় রাখছে। অপর দিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপের দাবি তুলতে দেখা গেল। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির হাওযাটি কাড়ার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু তাঁরও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, একটি সার্বভৌম প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ভারতের অযাচিত 'হস্তক্ষেপ', কৌশল হিসাবে একান্ত বর্জনীয়। মমতা তো কেবল তৃণমূল নেত্রী নন, তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক মন্দ হলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গই ভুগবে সবচেয়ে বেশি। এই সঞ্চটাবর্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে সুরক্ষা দিতে চাইলে আরও অনেক সংযম ও সুবিবেচনা তাঁর কাছে প্রত্যাশিত এখানে আর একটা কথা না বললেই নয়। রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদ আর রাজনৈতিক ইসলাম, দুটোই ভয়ানক। কিন্তু দ্বিতীয়টা যেহেতু 'গ্লোবাল ফেনোমেনন', বিশ্ব ব্যাপৃত কর্মসূচি নিয়ে তা চলে। পূর্ব পাকিস্তান যখন বাংলাদেশ হল, তখন এই ইসলামি বিশ্ব- অ্যাজেন্ডাকে পিছু হটিয়ে দিতে পেরেছিল ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক রাজনীতি সে ছিল এক দি বিপুল গুরুত্বপূর্ণ জয়। সে দিক থেকে, ১৯৪৭-এর দেশভাগ যে সাম্প্রদায়িক আদর্শের জয়শঙ্খ বাজিয়েছিল, ১৯৭১ সালে তার এই (সাময়িক) পরাজয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি, ধর্ম-অতিক্রমী মানবতাবাদীদের দৃষ্টিতে এই ঘটনা অনেক বেশি গুরুতর। কিন্তু, ওই জয় যে সাময়িক বা আংশিক ছিল, তাও বোঝা গিয়েছিল প্রায় জন্মলগ্নেই, জোরদার ইসলামি হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল একাত্তরের অনেক সংগ্রামীকে, মুজিব ও তাঁর পরিবারকে। ১৯৭৫ সালের মুজিব-হত্যা আরও এক বার ১৯৪৭-এর দেশভাগ যুক্তিরই সমর্থন। তার পর থেকে সাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে জেরবার হতে হতে এগিয়েছে বাংলাদেশ- যার অভ্রান্ত প্রকাশ ঘটেছে ভারত বিরোধিতা বনাম ভারতসমর্থনের ধারাবাহিক সংঘাতে, কিংবা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতা বনাম মুক্তিযুদ্ধ উদযাপনের দুই বিরুদ্ধ জোতের ধাক্কায়। আজকে সে দেশে ভারতবিরোধিতার ছবি সমস্ত দুনিয়ার সামনে প্রকট। তবে গত কয়েক দশক ধরেই ইসলামি অন্ধতা সেখানে পরিস্ফুট হয়েছে ক্রমবর্ধমান হারে। ২০১৫- ১৬ সাল থেকে তা অবিরত, অব্যাহত। একের পর এক ব্লগার হত্যা, বা হোলি আর্টিজান বেকারি সন্ত্রাস তার প্রমাণ। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না, ২০২৪-এর সময়টা এগিয়ে আসছে দ্রুত পায়ে। গত আগস্টে ছাত্র আন্দোলন হিসেবে যা শুরু হল, কেন এত দ্রুত তা মৌলবাদী ঝড়ে পৌঁছে গেল, সেও বোঝা কঠিন নয়। ওয়টস্যাপ মেসেঞ্জার, ইউটিউব, টেলিগ্রাম-এর মতো অ্যাপ মৌলবাদী চক্রে ইতিমধ্যে ভীষণ সক্রিয়। এই সাইবার মৌলবাদের লক্ষ্যও যুবসমাজ, বাহনও যুবসমাজ। ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বা ভিপিএন-এর সাহায্য নিয়ে বিদেশি ইসলামি গোষ্ঠীগুলি প্রাত্যহিক প্রোপাগান্ডায় ব্যস্ত। আপাত উদ্দেশ্য ভারতকে দু'দিক থেকে ইসলামি রাষ্ট্র দিয়ে ঘেরা, যাতে আন্তজাতিক, কূটনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সব রকম চাপই রাখা যায় দৃঢ়তর। ফলে অন্যান্য কিছু অ ইসলামি বিশ্বশক্তিও ভাবতবিরোধী ইসলামি কার্যক্রমে পরমাগ্রহী।

অর্থাৎ, সীমান্তের এ পারে-ও। এ পারে-ও পারে, সব উগ্রতা, অসহিষ্ণুতা আজ আবার নতুন শক্তিতে ফিরে এসেছে। পাল্টা উগ্রতা আর পাল্টা অসহিষ্ণুতা দিয়ে যাঁরা একে ঠেকানোর কথা ভাবছেন, জানবেন, তাঁদের যুক্তিতে চললে আবারও টুকরো টুকরো, আবারও রক্তোক্ত, ক্ষতবিক্ষত হতে হবে। সাড়ে সাত দশক পর যদি এই উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে কোনও বোধ, বুদ্ধি, যুক্তি, প্রযুক্তি অর্জিত হয়ে থাকে, তা হলে ভিন্ন কোনও পথ চাই। এবং কী সেই পথ, তা খুঁজতে হয়তো আসতে হবে সেই অন্য 'সংখ্যালঘু'দের কাছেই যাঁরা প্রথমত শেষত ধর্ম দাপটতন্ত্র পরিহার করে চলতে চান। যাঁরা জানেন, সীমানার এ ধাকে ও ধারে, যে যেখানে মার খায়, আমাদেরই মরা কাঁটাতারের এ দিকে-ও দিকে বহমান তপ্ত লাভারোত- ধর্মরাজনীতির উন্মাদনা কিন্তু এই উপমহাদেশে অনিবার্য ছিল। বিশ্বের আর কত দেশেই বা কাঁটাতার বসেছিল ধর্মের উপর ভিত্তি করে। নতুন নির্মীয়মাণ দেশে কোন জেলায় কোন ধর্মের কত লোক, তা গুনে গুনে কোন দিকে তাকে ঠেলা হবে, এমন স্থির হয়েছিল আর কত জায়গায়? প্রোটেস্ট্যান্টধর্মী উত্তর আয়ারল্যান্ড ও ক্যাথলিকধর্মী রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড ছাড়া খুব বেশি উদাহরণ মনে আসছে না। এই হল 'ওরিজিনাল সিন', মূলগত পাপ। এক বার ধর্মীয় যুক্তিতে তৈরি দেশ তৈরি হওয়ার পর রাষ্ট্রের চরিত্রটা, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত, পাল্টে যেতে বাধ্য। সে দিক থেকে দেখলে, ১৯৪৭-এ কেবল পাকিস্তানই ধর্মের উপর ভর করে তৈরি হয়নি, ভারতও হয়েছিল। এক দিকে 'অখণ্ড ভারত'-এর আদর্শ, অন্য দিকে 'ভারতীয় ফেডারেশন' -এর দীর্ঘলালিত ভাবনা ফেলে দিয়ে, মহাত্মা গান্ধীর মত সম্পূর্ণ অমান্য করে দেশ ভাগ করে যে 'ভারত' তৈরি হয়েছিল, সেই 'সেকুলার' দেশকে তাই প্রথম থেকেই একটা নড়বড়ে যুক্তির উপর দাঁড়াতে হয়েছিল। এই ভাবে ধর্মের যুক্তিতে তৈরি দেশে যে অন্য ধর্মাবলম্বীরা থেকে গেলেন, সেই 'সংখ্যালঘু'রা প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে একটা বিশেষ স্থান নিলেন। শুনতে অপ্রিয় হলেও কথাটা সত্যি ব্রিটিশ আমলের তুলনায় ১৯৪৭-পরবর্তী আমলে আরও অনেক বেশি বাস্তব অথবা সম্ভাব্য বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া হল এই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পাকিস্তানে তো বটেই, ভারতেও। কাঁটাতারের এ দিকে-ও দিকে বহমান তপ্ত লাভাস্রোত- ধর্মরাজনীতির উন্মাদনা কিন্তু এই উপমহাদেশে অনিবার্য ছিল। বিশ্বের আর কত দেশেই বা কাঁটাতার বসেছিল ধর্মের উপর ভিত্তি করে? নতুন নির্মীয়মাণ দেশে কোন জেলায় কোন ধর্মের কত লোক, তা শুনে শুনে কোন দিকে তাকে ঠেলা হবে, এমন স্থির হয়েছিল আর কত জায়গায়? প্রোটেস্ট্যান্টধর্মী উত্তর আয়ারল্যান্ড ও ক্যাথলিকধর্মী রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড ছাড়া খুব বেশি উদাহরণ মনে আসছে না। এই হল 'ওরিজিনাল দিন', মূলগত পাপ। এক বার ধর্মীয় যুক্তিতে তৈরি দেশ তৈরি হওয়ার পর রাষ্ট্রের চরিত্রটা, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত, পাল্টে যেতে বাধ্য। সে দিক থেকে দেখলে, ১৯৪৭-এ কেবাল পাকিস্তানই ধর্মের ধর্মের উপর ভর করে তৈরি হয়নি, ভারতও হয়েছিল। এক দিকে 'অখণ্ড ভারত'-এর আদর্শ, অনা দিকে 'ভারতীয় ফেডারেশন' -এর দীর্যলালিত ভাবনা ফেলে দিয়ে, মহাত্মা গান্ধীর মত সম্পূর্ণ অমান্য করে দেশ ভাগ করে যে 'ভারত' তৈরি হয়েছিল, সেই 'সেকুলার' দেশকে তাই প্রথম থেকেই একটা নড়বড়ে যুক্তির উপর দাঁড়াতে হয়েছিল। এই ভাবে ধর্মের যুক্তিতে তৈরি দেশে যে অন্য ধর্মাবলম্বীরা থেকে সেই 'সংখ্যালঘু'রা প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে একটা বিশেষ স্থান নিলেন। শুনতে অপ্রিয় হলেও কথাটা সত্যি ব্রিটিশ আমলের তুলনায় ১৯৪৭-পরবর্তী আমলে আরও অনেক বেশি বাস্তব অথবা সম্ভাব্য বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া হল এই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পাকিস্তানে তো বটেই, ভারতেও।

> 'ভারতীয় ফেডারেশন'-এর দীর্ঘলালিত ভাবনা ফেলে দিয়ে, মহাত্মা গান্ধীর মত সম্পূর্ণ অমান্য করে দেশ ভাগ করে যে 'ভারত' তৈরি হয়েছিল, সেই 'সেকুলার' দেশকে তাই প্রথম থেকেই একটা নড়বড়ে যুক্তির উপর দাঁড়াতে হয়েছিল। এই ভাবে ধর্মের যুক্তিতে তৈরি দেশে যে অন্য ধর্মাবলম্বীরা থেকে গেলেন, সেই 'সংখ্যালঘু'রা প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে একটা বিশেষ স্থান নিলেন। শুনতে অপ্রিয় হলেও কথাটা সত্যি- ব্রিটিশ আমলের তুলনায় ১৯৪৭-পরবর্তী আমলে আরও অনেক বেশি বাস্তব অথবা সম্ভাব্য বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া হল এই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের-পাকিস্তানে তো বটেই, ভারতেও।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাবা বলেছিলেন, স্বাধীন আমরা হবই

শহীদ বুদ্ধিজীবী প্রিয় সাধন সরকার ছিলেন স্কুলশিক্ষক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ময়মনসিংহের ফুলপুরে নিজ এলাকায় ছাত্র ও স্থানীয় যুবকদের অনুপ্রাণিত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৯ জুলাই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে নির্মম নির্যাতনের পর হত্যা করে। শহীদ বাবাকে নিয়ে লিখেছেন তাপস সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধে আমার বাবা যখন শহীদ হন, তখন আমার বয়স দুই বছর। বাবার স্মৃতি বা মুক্তিযুদ্ধের কোনো স্মৃতি আমার নেই। বাবার কথা শুনেছি আমার মা, আত্মীয়স্বজন, বাবার ছাত্র ও অন্যান্য লোকের মুখে। বাবাকে জেনেছি তাঁর লেখা বই ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পড়ে। আমার বাবা প্রিয় সাধন সরকার ছিলেন একজন তরুণ কবি, নাট্যকার, শিক্ষক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। মাত্র ২৮ বছর বয়সে তিনি শহীদ হন। আমাদের বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার পয়ারী গ্রামে। বাবার জন্ম হয়েছিল বেশ অবস্থাপন্ন পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই কবিতা ও নাটক লিখতেন। নিজের লেখা নাটক মঞ্চস্থ করতেন, অভিনয়ও করতেন। ১৯৬৩ সালে তিনি আনন্দ মোহন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে বিএড প্রশিক্ষণ নেন। এরপর আমাদের গ্রামের পয়ারী গোকুল চন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালত বন্ধ হলো, তখন বাবা এলাকার মানুষদের উজ্জীবিত করতে শুরু করেন। ছাত্র ও স্থানীয় যুবকদের সংগ্রামী চেতনায় অনুপ্রাণিত করেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এই প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাবা এলাকার লোকজন নিয়ে নিজ বাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উঠিয়ে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, 'স্বাধীন আমরা হবই। এমন কোনো শক্তি নেই, যা আমাদের ঠেকাতে পারে। মুক্তিকামী জনতা এক হয়ে তাদের শক্তিকে মহাশক্তিতে পরিণত করছে। জন্ম হচ্ছে স্বাধীনতার। আঘাত আসবেই। অনেক রক্ত ঝরবে। আমরা না থাকলেও আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হবে।' মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আমাদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা আসতেন। টাকাপয়সা দিয়ে ও নানাভাবে সাহায্য করা হতো। একটা সময় আমাদের গ্রামে রাজাকার-আলবদরদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের আসা বন্ধ হয়ে যায়। তখন বাবা নিজে গিয়ে গোপনে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেন, সহযোগিতা করতেন।

১৯৭১ সালের ১৯ জুলাইয়েও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এমনই এক সমাবেশ ছিল বাবার। সকালে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে যখন বের হন, তখন আমাকে কোলে নিয়ে মা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবাকে সাইকেলে উঠতে দেখে আমি নাকি খুব কান্না শুরু করেছিলাম। তখন বাবা সাইকেল থেকে নেমে আমাকে কোলে নিয়ে আদর করে বলেছিলেন, 'সোনামণি, তুমি তোমার মায়ের কাছে থাকো।' তারপর বাবা চলে যান পেডল চেপে। সেদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাবাকে তাঁর কর্মস্থলে অনুষ্ঠিত সেই মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশ থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। সঙ্গে আরও পাঁচজনকে। পরদিন থেকেই এলাকায় শুরু হয় প্রচণ্ড গোলাগুলি। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মা আমাকে আর আমার দুই মাস বয়সী বোনকে নিয়ে এক কাপড়ে পালিয়ে পাশের গ্রামের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে থাকার সময়ই রাজাকাররা হানাদার সেনাদের নিয়ে আমাদের গ্রামে এসে বাড়ি বাড়ি আগুন দিয়ে লুটপাট করে। গ্রামের ছয়জন নারী আর দুজন বৃদ্ধকে গুলি করে মেরে ফেলে। তারপর আত্মীয়ের বাড়ি থেকেও মা আমাদের নিয়ে পালাতে শুরু করেন। একটা সময় হালুয়াঘাট সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে যাই। আমাদের ঠাঁই হয় শরণার্থীশিবিরে। দেশ স্বাধীন হলে আমরা শরণার্থীশিবির থেকে দেশে ফিরে আসি। লোকমুখে জানা গেছে, বাবাকে ফুলপুরের সরচাপুরের কংস নদের তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্মম নির্যাতনের পর পাকিস্তানি হানাদাররা বাবাসহ অন্য বাঙালিদের গুলি করে হত্যা করে। এরপর তাঁদের মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেয়। আমরা বাবার লাশেরও সন্ধান পাইনি। এরপর শুরু হয় আমার মায়ের সংগ্রাম। তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাস ছিলেন। চাকরি করবেন বলে স্বাধীনতার পর আবার পড়াশোনা শুরু করলেন। সংসার সামলে একে একে তিনি বিএ, এমএ পাস করেন এবং বিএড প্রশিক্ষণ নেন। এরপর স্কুলে যোগ দেন শিক্ষকতা পেশায়। আমাদের মানুষ করার জন্য কী অক্লান্ত পরিশ্রমই না করে গেছেন। জানি না আমরা দুই ভাই---বোন মায়ের সংগ্রামের প্রতিদান দিতে পেরেছি কি না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে অফিসে বিজয় দিবস পালিত হয়।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন জাকির হুসেনজি : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): কিংবদন্তি তবলা বাদক, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা উস্তাদ জাকির হুসেনের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন জাকির হুসেনজি। ৭৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন জাকির হুসেন। ওস্তাদ জাকির হুসেনের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স মাধ্যমে লিখেছেন, 'কিংবদন্তি তবলা বাদক ওস্তাদ জাকির হুসেনজির প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। তিনি একজন সত্যিকারের প্রতিভা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, যিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তিনি নিজের অতুলনীয় ছন্দে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিমোহিত করে বিশ্বমঞ্চে তবলাকে নিয়ে আসেন। এর মাধ্যমে, তিনি বিরামহীনভাবে ভারতীয় শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যকে বৈশ্বিক সঙ্গীতের সঙ্গে মিশ্রিত করেছেন, এইভাবে সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তার আইকনিক পারফরম্যান্স এবং প্রাণবন্ত রচনাগুলি প্রজন্মের সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীত প্রেমীদের অনুপ্রাণিত করতে অবদান রাখবে।'

"তাঁর সঙ্গীত মানবতাকে একত্রিত করার সুতো হয়ে থাকবে", জাকির হুসেনকে শ্রদ্ধা অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর হি.স.): প্রয়াত শিল্পী জাকির হুসেনের স্মৃথির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

সোমবার অমিতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, "একটা ছন্দ আজ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তবলা বাদক ওস্তাদ জাকির হুসেন জির মৃত্যুতে আমি ব্যাথিত। বাদ্যযন্ত্রের প্রতিভায় আশীর্বাদপ্রাপ্ত, হুসেন জি ছন্দের পিছনে আবেগ জাগিয়ে ভাষা ও সংস্কৃতির সীমানা অতিক্রম করে এমন মাস্টারপিস তৈরি করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীত মানবতাকে একত্রিত করার সুতো হয়ে থাকবে।"

প্রসঙ্গত, রবিবার গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সান ফ্রানসিসকোর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এই বিশ্ববরেণ্য তবলাবাদককে। সোমবার ভারতীয় সময় সকাল ৬টায় সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি পুকুরে, একই পরিবারের দুই শিশু-সহ চার জন

কোচবিহার, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি পড়ে গেল রাস্তার ধারের পুকুরে। দুর্ঘটনায় মারা গেলেন একই পরিবারের চার জন। নিহতদের মধ্যে আছে দুজন শিশুও। রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের কালজানি এলাকায়।

জানা গিয়েছে, সঞ্জিত রায় ও বিপাশা সরকার রায় ছিলেন পেশায় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাঁদের বাড়ি কোচবিহারের বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাওয়ারগঞ্জ এলাকায়। রবিবারে রাতে তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লক এলাকায় ওই পরিবারের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ ছিল। রায় দম্পতি তাঁদের দুই বছরের ছেলে ইভান ও পাঁচ বছরের ইশশ্রীকে নিয়ে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। রাতে তাঁরা নিজেদের গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন।

সঞ্জিতবাবু নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন বলে খবর। বেশি রাতে কালজানি হেরিটেজ এলাকার রাস্তা দিয়ে গাড়িটি যাচ্ছিল। আচমকাই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের পুকুরে পড়ে যায়। গাড়ির ভিতরেই আটকা পড়ে যান ওই চারজন। আওয়াজ শুনে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে যান। তাঁরাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান। কাচ ভেঙে গাড়ির ভিতর থেকে চারজনকে উদ্ধার করা হয়। দ্রুত তাঁদের মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যে দেশ থেকে নির্মূল হবে নকশালবাদ : অমিত শাহ

জগদলপুর, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশ থেকে নকশালবাদকে চিরতরে নির্মূল করার ওপর জোর দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে শহীদ জওয়ানদের পরিবার এবং নকশাল হিংসার আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেন অমিত শাহ। উপস্থিত ছিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইও।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'গত এক বছরে বিপুল সংখ্যক নকশাল নিহত হয়েছে। ছত্তিশগড় সরকারের নেতৃত্বে রাজ্যে নকশালদের বিরুদ্ধে খুব ভালো কৌশল নিয়ে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমরা ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশ থেকে নকশালবাদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করব।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে রাজ্যসভায় সরব খাড়গে, সংখ্যালঘু নিপীড়নেও উদ্বেগ প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সে দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর পরামর্শ, বিজেপি অন্তত চোখ খুলুক এবং সংখ্যালঘুদের বাঁচাক। সোমবার রাজ্যসভায় মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'আমাদের সাহসী নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানকে দুই ভাগে বিভক্ত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন। এদেশের গর্ব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে (বাংলাদেশে) যে বিশৃঙ্খলা চলছে, অন্তত এই (বিজেপি) লোকজনকে চোখ খুলে সেখানকার সংখ্যালঘুদের বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত।"

মিথ্যে বলা কংগ্রেসের রক্তে রয়েছে নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। নির্মলা অভিযোগ করেছেন, মিথ্যে কথা বলা কংগ্রেসের রক্তে রয়েছে। ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সোমবার রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখেন নির্মলা। সেই ভাষণে দেশের অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাকে মিথ্যে অভিযুক্ত করার জন্য জয়রাম রমেশকে ক্ষমা চাইতে হবে, যা আমি কখনই করি না। কিন্তু, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা এখন স্পষ্টতই কংগ্রেসের রক্তে মিশে গিয়েছে। আমি যখন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলাম, তাঁরা শুধু প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চোরই বলেননি, আমার বিরুদ্ধেও মিথ্যা অভিযোগ করতে থাকে। এখন অন্য কোনও সদস্য আদালতে গিয়ে ক্ষমা চাইলে আমার কোনও আপত্তি থাকবে না।'

নির্মলা সীতারমন আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস সাংসদ-সহ সদনে উপস্থিত সমস্ত সাংসদরা জিএসটি সংবিধান সংশোধনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, যা প্রধানমন্ত্রী মোদী দ্বারা আনা হয়েছিল। জয়রাম রমেশ কিছু সংশোধনী আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ডঃ মনমোহন সিং (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) ব্যক্তিগতভাবে তাকে না করতে বলেছিলেন। তাই জিএসটি কাউন্সিলে যে সূক্ষ্ম সম্মতি এসেছে তার কারণে। জিএসটি সংবিধান সংশোধনী পাসে কংগ্রেসের সমর্থন সত্ত্বেও, আপনাদের একজন কংগ্রেস নেতা আছেন যিনি জিএসটি-কে "গব্বর সিং ট্যাক্স" বলেন।""

দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি হচ্ছে, তোপ সিসোদিয়ার

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও কটাক্ষ করেছেন। দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে সোমবার সিসোদিয়া বলেছেন, 'দিল্লির জনগণ কেজরিওয়ালজিকে স্কুল, বিদ্যুৎ, হাসপাতালের কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিল। তিনি সরকারি হাসপাতালে কাজ করেছেন এবং সেগুলি উন্নত করেছেন। দিল্লিতে এখন ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়, সরকারি স্কুলগুলি এখন অসাধারণ। কেজরিওয়ালজিকে যে সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেগুলি ভালভাবে পালন করেছেন।'

মনীশ সিসোদিয়া আরও বলেছেন, 'অন্যদিকে দিল্লির জনতা অমিত শাহ ও বিজেপিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে। কিন্তু তিনি পদে থাকাকালীন কী ঘটল? আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে, খুন হচ্ছে, গুলি চলছে। তাই, মানুষ মনে করে অমিত শাহ আইনশৃঙ্খলা সামলাতে অক্ষম। এই নির্বাচনে, এটি জনগণের সতর্কবাণী যে অমিত শাহকে হয় আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি করতে হবে, অন্যথায় জনতা জানে কীভাবে এটি করতে হয়।'

উত্তর প্রদেশের দেওরিয়ায় ট্রেনের চাকা থেকে ধোঁয়া! আতঙ্ক ছড়ালো যাত্রীদের মধ্যে

দেওরিয়া, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের দেওরিয়ায় ট্রেনের চাকা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে আতঙ্ক ছড়ালো যাত্রীদের মধ্যে। সোমবার দেভারিয়া-ছাপড়া-মথুরা এক্সপ্রেস ট্রেনের ব্রেক জ্যাম হয়ে যাওয়ায় চাকা থেকে ধোঁয়া বের হয়। ট্রেনের চাকা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বৈতালপুর এবং গৌরীবাজার রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে এই সমস্যাটি ঘটেছে। ব্রেক মেরামত করার জন্য ট্রেনটি গৌরীবাজার স্টেশনে থামানো হয়। এরইমধ্যে আতঙ্কে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন যাত্রীরা। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্রেক জ্যাম হওয়ার কারণেই এই বিপত্তি।

রাষ্ট্রপতি ভবনে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন, আতিথেয়তায় আপ্লুত দিসানায়েক

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি ভবনে বিশেষ অভিবাদন জানানো হল শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিসানায়েক-কে। সোমবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছলে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানানো হয়

২০২৫-এর শেষ অথবা ২৬-এর শুরুতে জাতীয় নির্বাচন : মুহাম্মদ ইউনূস

ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সোমবার সকালে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

ভাষণে নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সব প্রধান সংস্কারগুলি সম্পন্ন করে নির্বাচন আয়োজন করার ব্যাপারে বারবার আপনাদের কাছে আবেদন জানিয়ে এসেছি। তবে রাজনৈতিক ঐকমত্যের কারণে আমাদের যদি, আবার বলছি "যদি", অল্প কিছু সংস্কার করে ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয় তাহলে ২০২৫ সালের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে। তিনি বলেন, আর যদি এর সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রার সংস্কার যোগ করি তাহলে অন্তত আরও ছয় মাস অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে। মোটামুটি বলা যায়, ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা যায়।

সন্ধান চাই

Ref: Ramnagar TOP GD Entry No. 15, dated 13/12/2024

পাশের ছবিটি শ্রী আশিস দাস, পিতা- শ্রী সুভাষ দাস, সাং- রাঙামুড়া, থানা- পি.আর.বাড়ি, দক্ষিণ ত্রিপুরা, বয়স- ২৯বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট, গায়ের রং- শ্যামলা, চুল- কালো, পরনে- ধূসর রঙের লম্বা পেন্ট এবং খয়েরী রঙের গেঞ্জি। গত ১০/১২/২০২৪ ইং তারিখ আনুমানিক ১০ টা সময় কাউকে কিছু না বলে রামনগর রোড নং- ০৯ ভাড়া বাড়ী থেকে বের হয়ে যায় এবং আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল:

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) আগরতলা পশ্চিম থানা ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫

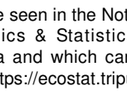

ICA/D-1491/24-25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

PNIET No: 95/EE/CCD/PWD/2024-25, Dated. 12/12/2024

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura hereby invites e-Tender on behalf of the 'Governor of Tripura' from the appropriate registered owner of the commercial vehicle Maruti (EECO) run by CNG of model not older than 2019, up to 3.00 P.M. on 02/01/2025 for the following work, Hiring of Vehicle 1 (one) no. Maruti (EECO) not before manufacturing year 2019 in good working condition run by CNG with commercial registration of the vehicle along with 1 (one) driver for the official use of the Superintending Engineer, Office of the Chief Engineer, PWD (Buildings), Tripura, Agartala during the year 2024- 25. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIET No: 75/DNIT/EE/CCD/PWD/2024-25
Estimated Cost: 3,00,000.00 Earnest Money: 6,000.00 and
Time for completion: 300 (three hundred) days
Last date & time for online Bidding: 02/01/2025 upto 3:00 PM
ICA/C/2905/24

(N.C. Roy)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, Tripura(W).

NOTICE INVITING TENDER

Hiring 01(one) Mahindra & Mahindra Bolero (White Colour) Vehicle for O/O the Directorate of Economics & Statistics (DES), Government of Tripura.

Tender in sealed cover is hereby invited on behalf of the Directorate of
Economics & Statistics (DES), Government of Tripura from bonafide interested owner/ Travel agency giving the mobile number(s) for "Hiring of 01 (one) Mahindra & Mahindra Bolero (White Colour) 2024 Model for 1 (one) year for O/o the Directorate of Economics & Statistics (DES), Government of Tripura, Agartala".

Details terms & conditions may be seen in the Notice Board of the Directorate of Economics & Statistics (DES), Government of Tripura, Agartala and which can also be downloaded from the website https://ecostat.tripura.gov.in and https://tripura.gov.in

The Tender should be dropped in the Tender Box kept for the purpose in the DES Office, Shankar Chowmuhani, Agartala on or before 20/12/2024 at 3.00 PM and the same may be opened on 20/12/2024 at 4.00 PM hrs. Parties / representatives of the Tender may remain present at the time of opening of the Tender, if interested.

The Tender received late/incomplete/not in the enclosed format shall be summarily rejected. The Directorate of Economics & Statistics (DES), Agartala reserves the right to accept or reject any or all the Tender(s) and to relax any of the conditions stipulated without assigning any reason.

ICA/C/2914/24

(D.Reding)
Director

Agartala Municipal Corporation
Electrical DIVISION,
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING -TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, West Tripura invites on behalf of the Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation" percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/ Firms /Agencies having experienced in similar nature of works/ appropriate class of internal Electrical Enlistment registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/ Other State PWD for the following work:-

Sl No.	Name of the work	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/46/2024-25	2,29,069.00	4,581.00	10(Ten) days	Date : 17/12/2024 Time : 15.00 Hrs
02	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/46/2024-25	22,14,173.00	44,283.00	30(Thirty) days	Date : 30/12/2024 Time : 15.00 Hrs

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC

Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

PNIET No.: 34/EE/UDP-DIVN/UDP/2024-25,
Dated. 12.12.2024

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bids system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	DNIT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date & time for document downloading & bidding	Time & Date of opening of Bid
1	114/NIT/SE-III/B/2024-25	Rs. 50,45,121.15	Rs. 1,00,902.00	365 Days	Up-to 03.00 PM on 02.01.2025	At 11.00 PM on 03.01.2025, if possible.
2	11/NIT/SE-III/R/2024-25	Rs. 41,13,199.62	Rs. 82,264.00	180 Days		
3	80/DNIT/EE/PWD/UDP/R/2023-24	Rs. 24,18,985.46	Rs. 48,380.00	180 Days		
4	44/DNIT/EE/PWD/UDP/B/2024-25	Rs. 11,65,453.62	Rs. 23,309.00	120Days		

All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http://tripuratenders.gov.in.
ICA/9/2908/29

(Er. H. Majumdek) Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division Gomati District, Tripura.

PNIeT :-05/EE/Div-IV/AMC/24-25 Date : 12/12/2024
Onlince single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:14/DIV-IV/AMC/24-25 Tender ID : 2024_SAMC_ 55926-1	8,57,082	17,142	90(Ninety) Days	31/12/2024 15.00 Hrs	31/12/2024 16.00 Hrs (If Possible)	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Clas
2	DNIe-T No:15/DIV-IV/AMC/24-25 Tender ID : 2024_SAMC_ 55935-1	17,66,134	35,323	90(Ninety) Days				

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W Div-IV AMC at sty Centre 4 floor in the office hour.
NB: Tlus detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.govan at free of cust. Bet the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
PW. Division No IV
Agartala Municipal Corporation

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/EE/KD/2024-25 Date: 11-12-2024

SL NO	NAME OF THE WORK/ DNIT NO	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	COST OF BID FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOAD AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPEN-ING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1	40/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25	₹ 2,83,24,410.00	₹ 5,66,488.00	270 (Two hundred seventy) days	₹ 8,000.00	Upto 3.00 P.M. on 10-01-2025	At 4.00 P.M. on 10-01-2025	https://tripuratenders.gov.in
2	41/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25	₹ 4,22,33,424.00	₹ 8,44,668.00	300 (Three hundred) days	₹ 8,000.00			
3	42/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25	₹ 1,58,27,177.00	₹ 3,16,544.00	180 (one hundred eighty) days	₹ 8,000.00			
4	43/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25	₹ 5,26,02,639.00	₹ 10,52,053.00	365 (Three hundred sixty Five) days	₹ 8,000.00			
5	46/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25	₹ 2,65,42,975.83	₹ 5,30,860.00	180 (one hundred eighty) days	₹ 8,000.00			
6	47/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25	₹ 2,65,19,737.00	₹ 5,30,395.00	180 (one hundred eighty) days	₹ 8,000.00			

ICA/C-2900/24

Executive Engineer
PWD(R&B), Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারাইড গলাতে দারুণ কার্যকরী এই আয়ুর্বেদ পানীয়

কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, ডায়াবেটিস এসব আজকাল খুবই সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘরে ঘরে এখন এই সমস্যা জাঁকিয়ে বসেছে। প্রতি পরিবার পিছু একজন করে আক্রান্ত এই কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডের সমস্যায়। কোলেস্টেরল একরকম মোমজাতীয় পদার্থ যা আমাদের রক্তেই থাকে। ভাল কোলেস্টেরল যেমন থাকে তেমনই খারাপ কোলেস্টেরলও থাকে।

আর এই খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে তখনই বেশি সমস্যা হয়। চর্বি যুক্ত খাবার বেশি খেলে তখনই কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়। এই কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়লেই ধমনীতে রক্ত প্রবাহ বাধা পায়। এর ফলে হার্ট অ্যার্টাক, স্ট্রোকের পাশাপাশি একাধিক সমল্যা হতে পারে। কোলেস্টেরল বাড়লেই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে।

কোলেস্টেরল কমাতে যা কিছু করবেন নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম, শরীরচর্চা এসব করতেই হবে। সেই সঙ্গে একেবারে কম চর্বিযুক্ত খাবার, ফাইবার, ফল, শস্যদানা এসব বেশি করে খেতে হবে। একই সঙ্গে রক্তপরীক্ষায় কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না। সেই সঙ্গে মেনে চলতে পারেন আয়ুর্বেদের এই সমস্ত টোটকা। আমলা ও আদার রস- ট্রাইগ্লিসারাইড আর কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুব ভাল কাজ করে আদা ও আমলার জুস। ১০ মিলি আমলা জুস আর ৫.৫ মিলি আদার রস একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার রোজ সকালে খালিপেটে এই রস খেলে কাজ হবে। এছাড়াও রসুন, কারিপাতা, পেঁয়াজ, সজনের ফল আর ডাঁটা নিয়মিত ভাবে খেলেও কাজ হবে। এছাড়াও তিলের তেল, সরষের তেল ব্যবহার করুন রান্নায়। যদিও তেল মেপে খেতে হবে। কোলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারাইড গলাতে দারুণ কার্যকরী এই আয়ুর্বেদ পানীয় খুব ভারী কোনও খাবার খাওয়া চলবে না। কারণ বেশি গুরিপাক খাবার হজম করতে যেমন সময় লাগে তেমনই শরীরের উপরেও চাপ পড়ে। খিদে পেলে তখনই খাবেন তবে পেট ভরে খাবেন না। রাতে সহজপাচ্য খাবার খেতে হবে। খুব তেলঝাল, মশলাদার খাবার রাতে একেবারেই চলবে না।

কোলেস্টেরল বাড়ার আরও একটি অন্যতম কারণ হল কোনও রকম শরীরচর্চা না করা। আর তাই নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করতে হবে। সাইকেল চালান, সাঁতার কাটান যে কোনও একটা এক্সসারসাইজ ৩০ মিনিট করতেই হবে। এতে শরীর থেকে অতিরিক্ত টক্সিন বেরিয়ে যায়। নিয়মিত ভাবে হাঁটা, জিম, দৌড় নো এসব করতেই হবে। মানসিক চাপ কম করতে হবে। জীবনে নানা সমস্যা, স্ট্রেস থাকবেই। আর তাই স্ট্রেস এড়িয়ে চলতেই হবে। রোজ অন্তত ১০ মিনিট মেডিটেশন করুন। এতে মানসিক চাপ কমবে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুবই কাজে দেয় এই মেডিটেশন। টেনশন করলে হার্টের সমস্যা আসে, বাড়ে সুগারও।

থাইরয়েড রয়েছে, রোজ ওষুধ খান? এই সব খাবার একেবারেই এড়িয়ে চলবেন

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বুদ্ধি, বিকাশ এবং শারীরবৃত্তীয় নানা সমস্যার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হল থাইরয়েড হরমোন। থাইরয়েড গ্রন্থি গলার সামনে থাকে। মহিলারা এই সমস্যায় সবচেয়ে বেশি পড়ে। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ থেকে শরীরে বেশ কিছু জটিলতা দেখা দিতে থাকে। শরীরে যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম থাইরয়েড হরমোন উতন্ন হয় তাহলে তা হল হাইপো থাইরয়েডিজম।

আর যদি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি থাইরয়েড হরমোন উতন্ন হয় তাহলে তা হল হাইপারথাইরয়েডিজম।

থাইরয়েডের সবচেয়ে পরিচিত সমস্যা হল হাইপোথাইরয়েডিজম। মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি এই সমস্যায় পড়েন। থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন -এর কারণেই এই সমস্যা বেশি হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রদাহজনিত সমস্যা হলে তাকে বলা হয় হাইপার থাইরয়েডিজম। এটিকে গ্রেভস ডিজিজও বলা হয়। অনেকের ক্ষেত্রে গয়টারের মত সমস্যাও আসে।

হাইপারথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে ওজন কমে যাওয়া, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, উদ্বেগ, ঘন ঘন মলত্যাগ, ঘুমোতে অসুবিধে, পেশীতে দুর্বলতার মত একাধিক সমস্যা দেখা যায়। এছাড়াও স্নান করতে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে আসা, ঘুম একেবারেই না হওয়া, ক্লান্তি, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া এসবও হল থাইরয়েডের লক্ষণ।

থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ বাড়লে ক্লান্তি আসবেই। সেই সঙ্গে পেশীতে টান লাগা, জয়েন্টের ব্যথা, গলার স্বরে পরিবর্তন এবং মাত্রাতিরিক্ত চুল পড়তে থাকলে সাবধান হন। মেয়েদের ক্ষেত্রে যা হয় তা হল পিরিয়ডসের সমস্যা খুবই বেড়ে যায়। আর তাই সময় থাকতেই সতর্ক হতে হবে। বছরে অন্তত ২ বার থাইরয়েড পরীক্ষা করান। পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে কোনও বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলুন। তিনি যা পরামর্শ দেবেন সেই মতো চলুন। থাইরয়েডের ওষুধ নিজে থেকে খাবেন না বা খেতে থাকলে নিজে বন্ধ করে দেবেন না। এই ওষুধের নির্দিষ্ট ডোজ থাকে। তাই চিকিতক যেমন বলবেন সেভাবে ওষুধ খান। এছাড়াও থাইরয়েডের সমস্যা হলে যে সব খাবার একেবারেই এড়িয়ে চলবেন-

থাইরয়েড থাকলে ফুলকপি, বাঁধাকপি আর ব্রকোলি একেবারেই এড়িয়ে চলতে হবে। শীতে এই সব সবজিই বেশি পাওয়া যায় এবং তা শরীরের জন্যেও ভাল। তা সত্ত্বেও এড়িয়ে যান। সেই সঙ্গে তেল-মশলাদার খাবার, ভাজাভুজি, মিষ্টি, পাঁউরুটি, কেক, বাদাম এসবও বাদ দিতে হবে। এছাড়াও সামুদ্রিক মাছও একেবারেই এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল।

রক্তে শর্করা কিছু পাতা করতে পারে মুশকিল আসান

রক্তে শর্করার মাত্রা এক বার বেড়ে গেলে তা সহজে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয়। খাওয়াদাওয়ায় একটা বড় পরিবর্তন আসে। মিষ্টি তো জীবন থেকে বাদ যায় বটেই, আরও অনেক খাবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। নিয়মমাফিক রুটিন মেনে চলার পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধও খেতে হয়। অথচ এত কিছু করা সত্ত্বেও ডায়াবিটিস বশে থাকে না কিছুতেই।

তখন ঘরোয়া টোটকার উপর ভরসা রাখা ছাড়া উপায় থাকে না। চেনা কিছু পাতা ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। সু থাকতে কয়েকটি পাতার উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করতে পারেন। তেজপাতা রান্নায় স্বাদ আনতে তেজপাতা ফোড়নের কোনও বিকল্প নেই। তেজপাতার রয়েছে আরও অনেক গুণ। ডায়াবেটিকদের জন্য তেজপাতা মহৌষধির মতো কাজ করে। তেজপাতা ভেজানো জল খেলে শর্করার মাত্রা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পেয়ারা পাতা শরীরের খেয়াল রাখতে পেয়ারা নিঃসন্দেহে উপকারী। তবে পেয়ারা পাতারও উপকারিতা কম নয়। ডায়াবিটিসের ক্ষেত্রে পেয়ারা পাতার রস সত্যিই ওষুধের মতো কাজ করে। পেয়ারা পাতায় রয়েছে ভিটামিন সি, ফ্ল্যাভোনয়েডস, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। এগুলি রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে দেয় না। ইনসুলিন ক্ষরণের পরিমাণও কমে।

নিমপাতা

যতই অপছন্দের হোক, ডায়াবিটিস বাড়লে নিমপাতা খাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। সুস্থ থাকতে নিমপাতার উপর ভরসা রাখতেই হবে। নিমপাতায় রয়েছে ফ্ল্যাভোনয়েডস, গ্লাইকোসাইডস। নিমপাতায় থাকা এই উপাদানগুলি শর্করার মাত্রা বিপদসীমা পেরোতে দেয় না। মেথির শাক স্বাস্থ্যগুণের দিক থেকে শাকসব্জির মধ্যে অনেকটাই এগিয়ে মেথিশাক। ডায়াবিটিস থাকলে রোজ মেথির শাক খেতে বলেন চিকিৎসকেরা। মেথি শাকে রয়েছে অ্যান্টি-ডায়াবিটিক উপাদান। ওষুধের পাশাপাশি ডায়াবেটিকেরা যদি মেথি শাক খান, তা হলে শর্করার মাত্রা বশে রাখা সহজ হয়ে যায়।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধে ৪০ শতাংশ কার্যকরী এই আয়ুর্বেদিক ভেষজ

ডায়াবেটিসের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। রোজকার জীবনযাত্রা, অতিরিক্ত মশলাদার খাওয়া দাওয়া, অতিরিক্ত পরিমাণ ক্যালোরির খাওয়ার খাওয়া, ফাস্টফুড বেশি মাত্রায় খেলে সমস্যা বাড়বেই। যে পরিমাণ ক্যালোরির খাবার আমরা রোজ খাই তার তুলনায় কিছুই ঝরানোর সুযোগ থাকে না। সব মিলিয়ে চড়চড়িয়ে বাড়ছে রক্তশর্করা। শুধুমাত্র বয়স্কদের ক্ষেত্রে নয়, শিশুদের ক্ষেত্রেও জাঁকিয়ে বসছে এই সমস্যা। বিশ্বজুড়েই নীরব ঘাতকের মত থাবা বসাচ্ছে ডায়াবেটিস। কেন ডায়াবেটিস হয় তার সঠিক কোনও ব্যখ্যা নেই। তবে অগ্ন্যাশয় থেকে যে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ হয় সেই হরমোন যদি খুব কম ক্ষরিত হয় বা একেবারেই না হয় তাহলে সেখান থেকে দেখা দেয় একাধিক সমস্যা। এতেই বাড়তে থাকে রক্তশর্করার পরিমাণ। যে কারণে সব মানুষের উচিত বছরে দুবার রক্তপরীক্ষা করানো। সেই রিপোর্ট নিয়ে সংস্লিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। তিনি যে ভাবে ওষুধ খেতে বলবেন বা চলতে বলবেন সেই ভাবেই চলুন। ওষুধের ডোজ নিজে থেকে ঠিক রকবেন না। পাশাপাশি ডায়েট, শরীরচর্চা, এসবও চালিয়ে যেতে হবে। আয়ুর্বেদিক চিকিতক মিহির খাত্রী ডায়াবেটিস রুখতে বিশেষ একটি ভেষজ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। নিয়মিত এই ভেষজের সেবনে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবেই। পরিবারের কারোর যদি ডায়াবেটিস থাকে বা নিজে যদি কোনও সমস্যায় ভোগেন তাহলে অবশ্যই রোজ চুমুক দিন এই পানীয়তে। এতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমবে। রক্ত শর্করার পরিমাণ যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, কিডনির সমস্যা, ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া, মুখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া এরকম একাধিক সমস্যা আসতে পারে। আর তাই নিজেকেই এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খুব ভাল কাজ করে আমলা। আমলা আর কাঁচাহলুদ একসঙ্গে খেতে পারলে অনেক সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বাজারে যে কাঁচা আমলকী পাওয়া যায় তা কিনে এনে আগে রস বের করে নিন। অন্তত ১০ মিলি রস বের করুন। এবার এতে এক চিমটে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। রোজ সকালে খালিপেটে খান। ২ সপ্তাহ খেয়ে এক সপ্তাহ বন্ধ রাখুন। এরপর আবার ১ সপ্তাহ খান। এতেই কাজ হবে। যদি কোনও শারীরিক সমস্যা থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই খান।

মাছ খেতে ভালবাসেন না এমন বাঙালি কমই আছেন

মাছ খেতে ভালবাসেন না এমন বাঙালি কমই আছেন। বাজারে গেলেই থলি ভর্তি করে বিভিন্ন ধরনের মাছ আসে। ভেটকি মাছ এলেই আমরা হয় ঝাল আর না হয় ফ্রাই বানিয়ে ফেলি। তবে এই মাছ দিয়ে ভিন্ন স্বাদেরও বিভিন্ন ধরনের রেসিপি বানানো যায়। রেস্তরাঁয় গিয়ে স্টার্টারে লেমন বাটার গার্লিক ফিশ অনেকেই খেয়েছেন হয়তো।

বাড়িতেই খুব সামান্য কয়েকটি উপকরণ দিয়ে এই রেসিপি আপনিও বানিয়ে ফেলতে পারেন। রইল রেসিপি।

উপকরণ:

ভেটকির ফিলে: ৫টি (মোটা করে কাটা) মাখন: ৩ টেবিল চামচ
ময়দা: ৪ টেবিল চামচ
লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ
পার্সলে কুচি: ২ টেবিল চামচ
রসুন কুচি: ১ টেবিল চামচ
চিলি ফ্লেক্স: ১ চা চামচ
গোলমরিচ গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদমতো
তেল: ৩ টেবিল চামচ

প্রণালী: ভেটকি মাছের টুকরোগুলিতে নুন, লেবুর রস ও গোলমরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে মিনিট ১৫ রেখে দিন। এ বার একটি থালা ময়দা ছড়িয়ে নিয়ে মাছের টুকরোগুলির গায়ে ময়দা মাখিয়ে নিন। ননস্টিক পাত্রে তেল গরম করে মাছের টুকরোগুলি ভেজে নিন। খুব বেশি লালচে করবেন না। এ বার একটি প্যানে মাখন গরম করে তাতে রসুন কুচি ফোড়ন দিন। এক চামচ ময়দা দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। মিনিট খানেক পর একে একে লেবুর রস, নুন, চিলি ফ্লেক্স, পার্সলে কুচি মিশিয়ে দিন। সসতৈরি হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। এ বার একটি পাত্রে মাছের টুকরোগুলি সাজিয়ে উপর থেকে সস্টি ছড়িয়ে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন লেমন বাটার গার্লিক ফিশ।

শীত পড়ার আগে থেকেই খেতে শুরু করতে হবে কমলালেবু

এখনও তেমন শীত পড়েনি। তবু বাজারে কমলালেবুর আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সকালে জলখাবার খাওয়ার পরে কিংবা অফিসে কাজের মাঝে কমলালেবুর কোয়া মুখে পুরে দিচ্ছেন অনেকেই। স্বাস্থ্য সচেতন যাঁরা, তাঁরা আবার শীতের শুরু থেকেই শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি জোগান দিতে চান। যাতে চট করে ঠান্ডা না লাগে। সারা শীতে সংক্রমণজনিত সমস্যায় ভুগতে না হয়। শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে কমলালেবু। নিয়মিত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও থাকে না। আর কী কী কারণে কমলালেবু খাওয়া যায়?

১) রোগ প্রতিরোধের জন্য

কমলালেবুতে ভিটামিন সি ছাড়াও ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ফাইবার, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন এ এবং বি রয়েছে। এই সমস্ত উপাদান রোগ প্রতিরোধ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

২) মস্তিষ্কের জন্য ভাল

কমলালেবুর মধ্যে রয়েছে ফ্ল্যাবনয়েড। যা আসলে এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। নিয়মিত কমলালেবুর রস খেলে মস্তিষ্কের স্নায়ুর জটিল রোগ অ্যাঝাইমার্স, ডিমেনশিয়া কিংবা পার্কিনসন্সের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে।

৩) চোখের জন্য ভাল

চোখ ভাল রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল ভিটামিন এ। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, কমলালেবুর মধ্যে থাকা ভিটামিন সি এবং বিটা-ক্যারোটিন চোখের যত্ন নিতে পারে।

৪) ত্বকের জন্য ভাল

কমলালেবুর মধ্যে ভিটামিন সি-র পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তাই ত্বকের যত্নে ভিটামিন সি যুক্ত সিরাম, ক্রিম মাখার পাশাপাশি কমলালেবু খাওয়ার অভ্যাস করতে বলেন পুষ্টিবিদেরা।

৫) হার্টের জন্য ভাল

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কমলালেবু খেলে হার্টের জটিল কোনও রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম। কারণ, এই লেবুর মধ্যে থাকা ফাইবার এবং পটাশিয়াম রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

কম সময়ে ওজন কমাতে প্রোটিনের জুড়ি মেলা ভার

কম সময়ে ওজন কমাতে প্রোটিনের জুড়ি মেলা ভার। ডায়েট চলাকালীন প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। প্রোটিন ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। প্রোটিন দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভর্তি রাখতে সাহায্য করে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে।

সেই কারণেই ডায়েট করার সময় বেশি করে প্রোটিন খাওয়ার দিকে জোর দিতে বলা হয়। প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের তালিকা দীর্ঘ। তবে প্রোটিন আছে মানেই খাবারটি স্বাস্থ্যকর হবে, সেটাও নয়। এমন অনেক খাবারে ভরপুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে, যেগুলি খেলে ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। সেই ঝুঁকি এড়াতে ডায়েট করার সময় কোন খাবারগুলি ভুলেও খাবেন না?

দুগ্ধজাত খাবার দুধ, চিজ, ইয়োগার্ট হল প্রোটিনের সমৃদ্ধ উত। শরীরে প্রোটিনের পরিমাণ পর্যাপ্ত রাখতে অনেকেই দুগ্ধজাত খাবার বেশি করে খান। কিন্তু ওজন ঝরানোর পর্বে এই খাবারগুলি এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। এই ধরনের খাবারে শুধু প্রোটিন নেই, ফ্যাটও রয়েছে সমপরিমাণে। এই ফ্যাট ওজন বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

প্রক্রিয়াজাত খাবার ডায়েট করছেন বলে জলখাবারে লুচি, পরোটার বদলে সসেজ, বেকন খাচ্ছেন? ভুল করছেন। এই খাবারগুলিতে প্রোটিনের পাশাপাশি সোডিয়ামও রয়েছে। সোডিয়াম গ্যাস-অম্বলের অন্যতম কারণ। ঘন ঘন গ্যাস-অম্বল হলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাও কঠিন হয়ে পড়ে।

বাদাম ডায়েট চলাকালীন মাঝে মাঝে মুখ চালাতে বাদামের উপর ভরসা রাখেন অনেকেই। বাদামে প্রোটিনের পরিমাণ নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। তবে বাদামে প্রোটিন ছাড়াও ক্যালোরি, ফ্যাটও রয়েছে। বেশি বাদাম খেলে আবার ওজন বেড়ে যেতে পারে।

প্রোটিন বার রোগা হওয়ার জন্য প্রোটিন বার খান অনেকেই। প্রোটিন বার শরীরের জন্য অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। কিন্তু প্রোটিন বারে বাড়তি চিনি থাকে। শরীরে চিনি প্রবেশ করা মানেই ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই ওজন ঝরানোর পর্বে খাওয়াদাওয়া নিয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। ডাল ওজন কমানোর পর্বে বেশি করে ডাল খাওয়ার কথা বলে থাকেন পুষ্টিববিদরা। ডালের মতো উপকারী খাবার সত্যিই খুব কম আছে। তবে ডালে প্রোটিন যেমন রয়েছে, কার্বোহাইড্রেটও সমপরিমাণে রয়েছে। প্রোটিন ওজন কমাতে সাহায্য করলেও কার্বোহাইড্রেট ওজন বাড়িয়ে দেয়।

সোমবার আগরতলায় বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল এক বাই সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে শহীদ স্মারকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ-র শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং নকশাল হিংসার শিকার শহীদ সেনা ও নিহতদের পরিবারদেড় সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪:কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজ ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে নকশালবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শহিদ জওয়ানদের পরিবার এবং নকশাল হিংসায় নিহতদের পরিবারের সঙ্গেও তিনি মিলিত হন। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিষ্ণু দেও সাই এবং উপমুখ্যমন্ত্রী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ তাঁর ভাষণে নকশালবাদের বিরুদ্ধে তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী ১,৩৯৯ জন শহীদের সম্মানে একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপনের জন্য ছত্তিশগড় সরকারের প্রশংসা করেছেন। এই স্মারক কেবল এই বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই করবে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। শ্রী শাহ বলেন, ছত্তিশগড়ের বর্তমান সরকার গত বছর গঠিত হওয়ার পর থেকে নকশালবাদ নির্মূল করার অঙ্গীকারে অবিচল রয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, নিরীহদের জীবনহানি রোধে এই বিপদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার ত্রিমুখী কৌশল গ্রহণ করছে। প্রথমত, যারা হিংসা ত্যাগ করতে এবং সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে ইচ্ছুক তাদের স্বাগত জানানো হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যারা হিংসার পথ পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করে তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা জোরদার করা হচ্ছে। সর্বশেষে, অন্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যাতে তাদেরকে ন্যায়বিচারের মুখোমুখি নিশ্চিত করা যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এক বছরের মধ্যে ২৮৭ জন নকশালকে খতম করা হয়েছে, প্রায় ১,০০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ৮৩৭ জন ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ করেছে। এটি এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের অবিচল সংকল্পের নিদর্শন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেন, ছত্তিশগড়ে নকশালবাদ মোকাবেলায় গত বছরের সাফল্য অভূতপূর্ব। তিনি বলেন, এর আগে কখনও এক বছরেও এত বিশাল এলাকা নকশালদের প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায়নি, এত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নকশালকে খতম করা হয়নি, গ্রেপ্তার করা হয়নি বা আত্মসমর্পণ করানো যায়নি। শ্রী শাহ এই প্রচেষ্টায় অত্যন্ত কার্যকর এবং সুসমন্বিত কৌশল সম্পাদনের জন্য ছত্তিশগড় সরকারের প্রশংসা করেন। তিনি ছত্তিশগড় পুলিশ বাহিনীর প্রশংসনীয় টিমওয়ার্কের প্রশংসা করেন, যারা একটি সুস্পষ্ট ও কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে একটি বলিষ্ঠ অভিযান শুরু করেছে। শ্রী শাহ বলেন, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের পর মা দান্তেশ্বরীর পবিত্র ভূমিতে নকশালবাদের নামে এক ফোঁটা রক্তও ঝরবে না।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ অতীতের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন যে ছত্তিশগড় সরকার পূর্বে নকশালবাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলিতে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য একটি পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামসমূহের উন্নয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক নজর রাখা হয়েছে।। শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে এই উদ্যোগগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃঢ় সমর্থন ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী নকশাল প্রভাবিত অঞ্চলে ১৫ হাজার বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছেন। পাশাপাশি, নকশাল হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে অগ্রাধিকার সহায়তা নিশ্চিত করে প্রতিটি গ্রামে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির ১০০ শতাংশ সম্পৃক্ততা অর্জনের চেষ্টা চলছে। শ্রী শাহ আরও বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর নেতৃত্বে নকশাল মুক্ত ভারত গঠন করার প্রচার কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন মিলেছে। তিনি আশ্বাস দেন যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র, আদিবাসী বিষয়ক এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক এই পরিবারগুলিকে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য একযোগে কাজ করে যাবে ও তাদের পুনর্বাসন ও অগ্রগতিতে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছে।

দেশ ও জাতি কখনোই তাঁদের বলিদান ও সেবাকর্মের কথা ভুলতে পারবে না ঃ রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়কে প্রতি বছরই ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর নেতৃত্বে দেশ ও জাতি বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৯৭১-এর যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছে।

এক্স-এ একটি পোস্টের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে জাতি এই সব বীর যোদ্ধাদের চরম বলিদানকে স্মরণ করছে; তাঁদের কাহিনি প্রতিটি ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে এবং তা প্রেরণা ও জাতীয় গৌরবের একটি উৎস রূপে বিরাজ করছে। অন্যদিকে সেনা বাহিনির অতুলনীয় সাহসীকতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর সৈনিকদের বীরত্বব্যঞ্জক শৌর্য্য ও নিঃস্বার্থ বলিদানকে প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস রূপে বর্ণনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, এই সাহসী সৈনিকদের প্রতি দেশ চিরকাল ঋণি থেকে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সব সৈনিকদের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন, তাঁদের অপরিশোধ্য স্থিরসংকল্প দেশকে দিয়েছে সুরক্ষা ও নিয়ে এসেছে গৌরব।

পাশাপাশি তিনি এই দিবসটিতে তাঁদের অসামান্য শৌর্য ও অদম্য উদ্দীপনার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের দিন বলে অবিহিত করেছেন।

ভারতীয় সেনা বাহিনির বীর শহীদের প্রতি অভিবাদন জানিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, এই সব সৈনিকদের সাহস ও দেশপ্রেম দেশকে সুরক্ষা দেবার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করেছে। তিনি আরোও বলেন, দেশ ও জাতি কখনোই তাঁদের বলিদান ও সেবাকর্মের কথা ভুলতে পারবে না।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নয়াদিল্লিতে অবস্থিত জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করেছেন এবং বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

তা ছাড়া প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী সঞ্জয় সিং, চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, চিফ অব দি আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, চিফ অব দি এয়ার স্টাফ এয়ার মার্শাল এ পি সিং, প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার এবং ভাইস চিফ অব দি নেভাল স্টাফ ভাইস-অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন পুস্পস্তবক অর্পণ করেন ও নিহত বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ ফাইনাল: দোহায় বুধবার শিরোপা লড়াইয়ে মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ ও পাচুকার

দোহা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের ফাইনালে আগামী বুধবার মুখোমুখি হবে মেক্সিকোর ক্লাব পাচুকার ও রিয়াল মাদ্রিদ। প্লে-অফে মিশরের ক্লাব আল আহলিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে শিরোপা লড়াইয়ের মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে পাচুকা। আর রিয়াল মাদ্রিদ গতবারের চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে সরাসরি ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

আগের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের বদলে নতুন আঙ্গিকে বিভিন্ন মহাদেশের সেরা ক্লাবগুলোর এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে কাতারের দোহার লুসাইল স্টেডিয়ামে। এই লুসাইল স্টেডিয়ামে ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল। ফ্রান্স আর্জেন্টিনা কে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও তাদের তারকা ফরওয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে এই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

আর ফিফা কন্টিনেন্টাল কাপের ফাইনালে বুধবার এমবাপে খেলতে পারবেন কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। উরুর চোটের কারণে শনিবার লা লিগায় রায়ো ভাইয়েকানোর বিপক্ষে ৩-৩ ড্রয়ের ম্যাচটি খেলতে পারেননি এই ফরাসি তারকা।

বরখাস্ত হলেন উলভারহ্যাম্পটনের কোচ গ্যারি ও'নিল

লন্ডন, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে গত শনিবার নিজেদের মাঠে ইপসউইসের কাছে উলভারহ্যাম্পটন ২-১ গোলে হারার পর কপাল পুড়েছে উলভসের প্রধান কোচ গ্যারি ও'নিলের। আর ঘরের মাঠে এই হারের পর রবিবার তাঁকে বরখাস্ত করেছে ক্লাবটি। গ্যারির অধীনে এই ক্লাব ১৬টি ম্যাচ খেলে মাত্র দুটিতে জিতেছেন

প্রিমিয়ার লিগে এখনও পর্যন্ত ১৬ ম্যাচ থেকে মাত্র ৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১৯তম স্থানে আছে উলভস।এর আগে তিনি বোর্নমাউথের কোচের দায়িত্বে ছিলেন। গত বছর আগস্টে জুলেন লোপেতেগুই-এর স্থলাভিষিক্ত হন গ্যারি ও'নিল।

"ছলে বলে কৌশলে জিহাদিরা দেশকে হিন্দুশূন্য করছে, কটাক্ষ তসলিমার

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): "মনে হচ্ছে বাংলাদেশের বড় বড় পদে যত হিন্দু আছেন, তাঁদের সবাইকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে''। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

তিনি লিখেছেন, "গত চার পাঁচ মাসে অগুনতি হিন্দু নারীপুরুষকে তাঁদের পদ থেকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরিয়ে দেওয়ার জন্য কতগুলো অযৌক্তিক এবং হাস্যকর কারণ দেখানো হয়েছে। শিশির ভট্টাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক, শুধু অধ্যাপকই নন, ইন্সটিটিউটের পরিচালকও ছিলেন। তাঁকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইনস্টিটিউটের বীর জিহাদি শিক্ষার্থীরা। শিশির ভট্টাচার্যের একটি ফেসবুক পোস্ট পড়ে নাকি তাদের জিহাদোনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। আঘাতের শুশ্রূষা করতে হলে কী করতে হবে? শিশির ভট্টাচার্যকে পদচ্যুত করতে হবে। কিছুদিন আগে সিরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে নিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন শিশির ভট্টাচার্য। তিনি লিখেছেন, 'আসাদও পালালো?' প্রশ্ন শুনে এক আরবি বন্ধু বললো: 'অবাক হচ্ছো কেন, পালানোতো সুন্নত (আরব দেশে মহাপুরুষদের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত)।'। পোস্টটিতে শিশির ভট্টাচার্য তাঁর এবং তাঁর এক আরব-বন্ধুর খুব সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যালাপ তুলে ধরেছেন। এই কৌতুকময় সত্য উচ্চারণের কারণে কারও জিহাদোনুভূতিতে আঘাত লাগলে সেটা জিহাদোনুভূতির দোষ, বাক্যালাপের দোষ নয়, বাক্যালাপ যারা করেছে, তাদেরও দোষ নয়। ছলে বলে কৌশলে জিহাদিরা দেশকে হিন্দুশূন্য করছে।"

বিধাননগরে প্রোমোটার মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার আরও এক যুবক

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বিধাননগরে প্রোমোটার মারধরের ঘটনায় রবিবার রাতভর তল্লাশি চালিয়ে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম রমেন মণ্ডল। এর আগে রবিবারই পুলিশ এই ঘটনায় শুভেন্দু মণ্ডল ওরফে বাবাইকে গ্রেফতার করে। এই নিয়ে মোট দুজনকে গ্রেফতার করা হল। ধৃতদের বিরুদ্ধে মারধর, খুনের চেষ্টা, তোলাবাজি এবং অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

রবিবার কাউন্সিলরের অনুগামী হিসাবেই পরিচিত ছাত্রনেতা গোবিন্দ দাস, শুভেন্দু ওরফে বাবাই-সহ কমপক্ষে ৪০ জন প্রোমোটারের উপর চড়াও হয়। অভিযোগ, প্রথমে টাকাপয়সা নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয় দুপক্ষের। তবে তা সত্ত্বেও টাকা দিতে অস্বীকার করেন প্রোমোটার।

এরপর আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে মারধর করা হয় প্রোমোটারকে। মাথা ফেটে যায় তাঁর। গলগল করে রক্ত বেরতে শুরু করে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন প্রোমোটার ও তাঁর পরিবারের লোকজন। আইনি সাহায্যের আশায় বাগুইআটি থানার দ্বারস্থ হন প্রোমোটার। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয় তদন্ত।'

সোমবার ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন উদ্যোগে গণ অবস্থান পালিত হয়।

বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানকে কয়েকটা টুকরো করার সম্ভাবনার কথা তরুণজ্যোতির

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ১৯৭১-এ পাক বাহিনীর আত্মসমর্পনের ছবি দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন ভারতীয় যুব জনতার রাজ্য সহ সভাপতি তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।

সোমবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ''বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী কিছু জনগণকেও অনেক শুভেচ্ছা আর ভারতবর্ষে থাকা পাকিস্তান প্রেমীদেরও শুভেচ্ছা।

কিছু কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভাল, বাবা বাবাই হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতভাগ করেছিল যারা তাদের ১৯৭১এ দুভাগ করা হয়েছিল। বর্তমান বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের কিছু মানুষদের স্বার্থে হয়তো আবার বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের কয়েকটা টুকরো করতে হবে।। আমার বিশ্বাস ভারতীয় সেনাবাহিনী যা প্রয়োজনীয় সেটা করবেন।

বাচ্চাদের স্কুলের কাছে দুর্ঘটনা, বারুইপুর বাইপাসে খালে পড়ল গাড়ি

বারুইপুর, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): সাত সকালে দুর্ঘটনা বারুইপুর বাইপাসে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নির্মাণে ধাক্কা মারল একটি চার চাকা গাড়ি। সোমবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুরের সাদার্ন বাইপাসে খাসমল্লিক ও পদ্মপুকুরের মাঝামাঝি জায়গায়। এই রাস্তার ধারে একাধিক স্কুল রয়েছে। সকালে ওই পথে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী যাতায়াত করে। এই পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ি চলাচল নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে এ দিনের দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কামালগাজির দিক থেকে আসছিল গাড়িটি। ওই এলাকায় রাস্তার ডানদিকে আদি গঙ্গার ধার ধরে বসার জায়গা-সহ কিছু নির্মাণ কাজ চলছে। উল্টোদিকে রয়েছে একটি বড় রেস্তোরাঁ। বেপরোয়া গতিতে এসে গাড়িটি ওই বসার জায়গায় ধাক্কা মেরে খালের পাড়ে নেমে যায়। এই ঘটনায় বসার জায়গার কংক্রিটের নির্মাণ, আলোক স্তম্ভ-সহ বেশ কিছু জিনিস ভেঙে গিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাড়িতে চালক একাই ছিল। ঘটনার পর গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় সে। গাড়িটি ধামুয়ার দিকে যাচ্ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। স্থানীয়দের অনুমান, চলন্ত গাড়িতে চালক ঘুমিয়ে পড়ার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, কী কারণে দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মথুরাপুরে পথ-দুর্ঘটনায় মা ও শিশুপুত্রের মৃত্যু

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): সোমবার সকালে মথুরাপুর থানার রামবাটি গোপালনগর এলাকায় পথ-দুর্ঘটনায় মা ও শিশুপুত্রের মৃত্যু হয়েছে।

শিশুপুত্রকে নিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন এক মহিলা। সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হঠাৎই তাঁদের ধাক্কা মেরে পিষে দেয়। দু'জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘাতক গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গাড়ির চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। কী ভাবে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মূল সড়ক থেকে নেমে গিয়ে দু'জনকে ধাক্কা মারল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ ছিল, না কি চালক মত্ত অবস্থায় ছিলেন, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সংস্কার ভারতী : সুনীল আম্বেকর

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায় এবং পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে সংস্কার ভারতী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংস্কার ভারতীর কাজের প্রশংসা করে এই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, নর্তেশ্বর শিবকে কেন্দ্রায়িত এই ধরনের আয়োজন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশালতার অনন্য উদাহরণ। তিনি বলেন, শিল্পীরা যেভাবে নর্তেশ্বরের মূর্তি এঁকেছেন তা দেখার মতো।রবিবার কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ জন্মশতবর্ষ মিলনায়তনে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত নর্তেশ্বর নৃত্য উৎসব এবং নর্তেশ্বর চিত্র প্রদর্শনীর দুর্দান্ত উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সুনীল আম্বেকর। "পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি কেন্দ্র"-র সহযোগিতায় "সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণ বঙ্গ প্রান্ত)" এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের পরিচালক ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ বলেছেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং এর গভীর রহস্য বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরতে সংস্কার ভারতী বৃহৎ পরিসরে কাজ করছে। এই ধরনের আয়োজন এমনিতেই অনন্য। তিনি নর্তেশ্বর শিবের অপূর্ব মূর্তি চিত্রিত করার জন্য শিল্পীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান নতুন প্রজন্মকে তাদের সংস্কৃতি বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল নর্তেশ্বর শিবের উপস্থাপনা এবং তার গুরুত্ব। শিবের এই মূর্তিটি, যা বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে একটি অনন্য স্থান ধারণ করে, সঙ্গীত, নৃত্য এবং বাদ্যযন্ত্রের ত্রিবিধ সংমিশ্রণের প্রতীক। বাংলায়, শিবকে "নর্তেশ্বর" হিসাবে পূজিত করা হয়, যিনি আনন্দময় নৃত্যের মাধ্যমে সৃষ্টি ও ধ্বংসের শক্তিকে প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে 'বঙ্গ সংস্কৃতির আদিপুরুষ: নর্তেশ্বর' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। "সংস্কার ভারতী"-র শিল্প ও ঐতিহ্য বিভাগ নিবিড় গবেষণা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই বইটি তৈরি করেছে। এই গ্রন্থে নর্তেশ্বর শিবের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। "পূর্বাঞ্চল কালচার সেন্টার", "ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম", "মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ" এবং "ইন্ডিয়ান কালচারাল ট্রাস্ট" বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA
Notice Inviting e- Tender
PNIe-T No: 09/EE/DWS/AMC/2024-25/ Dated 06-12-2024
The Executive Engineer, DWS Division, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor.
AMC, invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s

Sl No.	DNIeT No	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion
01	Reconstruction of Flood / Drainage Pump House including raising existing pump bases at Ganaraj Chowmuahani & East P.S Flood Pump House under AMC DNIET NO.12/EE/DWS/AMC/2024-25	70,65,321	1,41,306	12(Twelve) Months

1. Last Time and Date of Submission of Bid : 26-12-2024 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 26-12-2024 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
DWS Division
Agartala Municipal Corporation.

Agartala Municipal Corporation
Electrical DIVISION,
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING -TENDER
The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on behalf of the 'Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate e-tender in single bid system from the reputed resourceful manufacturer/ authorised dealers of BLUESTAR/VOLTAS/CARRIER/ HAIER having authorised service centre at Agartala as well as having experience in similar nature of the following job:-

Sl No.	Name of the work	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/48/2024-25	50,83,170.00	1,01,663.00	45(Forty Five) Days	Date : 31/12/2024 Time : 15.00 Hrs

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

ডা: মানিক

● প্রথম পাতার পর

উত্তর জেলায় ২,০০০ হেক্টর জুড়ে ৫ মিলিয়নেরও বেশি আগর গাছ রয়েছে। আমরা বোধজংনগরে একটি রাবার পার্ক স্থাপন করেছি। আর একটি দক্ষিণ জেলায় পরিকল্পনা করা হয়েছে। ত্রিপুরায় ২১ প্রজাতির বাঁশ রয়েছে এবং একটি ব্যাম্বো পলিসি চালু করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি উদ্যান জাতীয় ফসলের জন্য যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে ত্রিপুরার। যেমন কুইন আনারস, যাকে রাজ্য ফল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এটি জিআই ট্যাগ পেয়েছে। পর্যটন ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যে। আর পর্যটন শিল্পে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা। পর্যটকের সংখ্যা এখন দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে ত্রিপুরায়। ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ত্রিপুরা। এখানে ই-অফিস এবং ই-ক্যাবিনেটের মতো অসাধারণ উদ্যোগ চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা, ডোনার মন্ত্রকের সচিব চঞ্চল কুমার, যুগ্ম সচিব মোনালিসা দাস সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। এর পাশাপাশি এই সামিটে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট উদ্যোগপতি, শিল্পপতি সহ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিগণ।

বিজয় দিবস

● প্রথম পাতার পর

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনবদ্য ভূমিকার কথা স্মরণ করেন।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সুপারী উৎপাদনে রাজ্য দ্বিতীয়, ফুলকপি চাষে চতুর্থ, মটর চাষে রাজ্য চতুর্থ, সীম উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক চাষাবাদে কৃষকদের এগিয়ে আসতে ও সয়ম্ভর হতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত) বলেন, রাজ্য সরকার বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, উৎপাদন বাড়াতে হলে কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ফার্মার ক্লাবের সভাপতি প্রদীপ বরণ রায়, জেলাশাসক চাঁন্দনী চন্দ্রন সহ অন্যান্যরা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. মনোজ সিং সাঁচান। অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের ৬টি স্টল খোলা হয়।

কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ সহ অন্যান্য অতিতিগণ স্টল পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিতিগণ ১০ জন সুবিধাভোগীর হাতে বিভিন্ন সব্জীবীজের প্যাকেট, ৪ জনকে মৌপালন সামগ্রী, ৬ জনকে ৫টি করে মোরগের ছানা, ১ জনকে সোলার ড্রায়ার, ১০ জনকে স্প্রে মেশিন সহ বিভিন্ন কৃষি সামগ্রী তুলে দেন। কৃষি বিষয়ক ২টি প্রকাশনার আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন করেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ সহ অন্যান্য অতিতিগণ।

দৌড়ঝাপ

● প্রথম পাতার পর

আমজনতা উপকার হবে। এদিকে পার্টির সর্বক্ষেত্রে মাফিয়া নেতা এবং কমিশন বাণিজ্যের তুলাবাজির নেতাদের এগিয়ে রেখেছে প্রদেশ নেতৃত্ব যার কারণে বক্সনগর মন্ডলে বিজেপি কার্যকরতাদের মধ্যে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন সভাপতির নাম উঠে আসবে কিনা সন্দেহ রয়েছে বলে দলীয় সূত্রের খবর। এলাকার জনগণ সভাপতি নির্বাচনের দিকে মুখিয়ে রয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপি সর্বদা মহিলাদের কল্যাণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বিজেপি সর্বদা মহিলাদের কল্যাণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। নির্মলার কথায়, 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন রাজীব গান্ধী সরকার মহিলা সংরক্ষণ বিল আনেনি, কিন্তু তাঁর সরকার লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের সংরক্ষণ প্রদানের জন্য আইন পাস করেছে।' সীতারমন জোর দিয়ে বলেন, বিজেপি সরকার সংবিধান রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাজ্যসভায় সোমবার ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ বছরের গৌরবময় যাত্রার উপর একটি বিশেষ আলোচনা শুরু হয়। ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে বক্তব্য শুরু করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। নির্মলা অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেস গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে একটি পরিবারকে সাহায্য করার জন্য এবং ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য নির্লজ্জভাবে সংবিধান সংশোধন করে চলেছে।

পাহালগামে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে গাড়ি, আহত দুই

অনন্তনাগ, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পাহালগামে একটি গাড়ি যাত্রী সহ রাস্তা থেকে লিডার নদীতে পড়ে যায়। আহত হয় দুই জন।

এক আধিকারিক জানান , রবিবার গভীর রাতে রাস্তা পিচ্ছিল থাকায় একটি ইনোভা গাড়ি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহালগামের লিডার নদীতে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় আহত হয় দুই জন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুজনকেই স্থানান্তর করা হয় জিএমসি অনন্তনাগে।

তিনি জানান, আহতদের নাম সুহেল আহমেদ ভাট শাদিপোরা বান্দিপোরার বাসিন্দা এবং নাদিম আহমেদ খান পট্টনের নেহালপোরার বাসিন্দা।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জাকির হুসেনের প্রয়াণ বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রয়াত কিংবদন্তী তবলা শিল্পী জাকির হুসেন। আমেরিকার হাসপাতালে আইসিইউ-তে ভর্তি ছিলেন কিংবদন্তী তবলা-শিল্পী। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। হার্টের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে। জাকির হুসেনের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ এক শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ তবলা বাদক ওস্তাদ জাকির হুসেনের অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত ও দুঃখিত। দেশ এবং ধরিত্রীজুড়ে তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্তদের জন্য এটি বিরাট ক্ষতি। আমি মহান শিল্পীর পরিবার ও অনুসারীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।'

নিজেদের ভুল বুঝতে হবে কংগ্রেসকে : প্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তোলায় কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। সোমবার সংসদ ভবনের বাইরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময়, ইভিএম নিয়ে অবস্থানের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর কংগ্রেসের সমালোচনার কথা উল্লেখ করেছেন যোশী। তিনি বলেছেন, এমনকি কিছু বিরোধী দলও প্রধান বিরোধী দলের দিকে আঙুল তুলছে। তিনি বলেন, নিজেদের ভুল বুঝতে হবে কংগ্রেসকে। উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ সম্প্রতি ইভিএম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "যেখানে ওই ইভিএম-এর মাধ্যমেই নির্বাচিত হয়ে আপনার দলের একশোরও বেশি সদস্য সংসদে পৌঁছেছেন, এবং আপনি সেই জয়কে উদযাপন করছেন, সেখানে যখনই কোনও নির্বাচনের ফলাফল আপনার পক্ষে যাবে না, তখনই আপনি ইভিএম-কে দোষারোপ করতে পারেন না।"

কুরলা বাস দুর্ঘটনায় আরও একজনের মৃত্যু মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮

মুম্বই, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : কুরলা বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন আরও একজন। সোমবার সকালে ৫৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় মৃত্যু হয়, তিনি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন। এতে এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮। এই দুর্ঘটনায় আহত ৪১ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এই দুর্ঘটনার অভিযুক্ত বাস চালক সঞ্জয় মোরে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর কুরলায় একটি বাস হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে বহু মানুষকে পিষে দেয়। ওই দিন ও তার পরের দিন ৭ জন প্রাণ হারান। প্রায় ৪২ জন আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। অষ্টম মৃতের নাম - ফজলু রেহমান।

ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের

● প্রথম পাতার পর

সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ভূমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা, গোটা দেশে আদিবাসি মহিলাদের উপর সামাজিক নির্যাতন বন্ধ করা সহ পাঁচ দফা দাবি জানানো হয়েছে।এদিকে, আজ পাঁচ দফা দাবিতে ত্রিপুরার ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বিশালগড় মহকুমা কমিটির উদ্যোগে অফিসটিলার সিপিআইএম মহকুমা কার্যালয়ের সামনে গণ অবস্থান ও মিছিল করা হয়েছে। এদিনে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বিশালগড় মহকুমা কমিটির সভাপতি প্রদেশ রায়, সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমার কমিটির সম্পাদক পার্থ প্রতি মজুমদার সহ ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বিশালগড় মহকুমা কমিটির কর্মীরা। বিশালগড় থানা পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে বিশালগড় অফিসটিলা বাজারে পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এক মিছিল সংঘটিত করা হয়।

ভর্তি ব্যাগ উধাও, চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

পাঁচশো মিটার। নেতাজি কর্নারে থাকা সি.সি টিভির উপর ভরসা করে শ্যামল বিশ্বাস কৈলাসহর থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সি.সি টিভি কৈলাসহর থানার কন্টোলে নেই। তাই পুলিশের পক্ষ থেকে সি.সি টিভির ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। পুলিশের এই কথায় অসহায় হয়ে পড়েন শ্যামল বিশ্বাস।নেতাজী কর্নারকে কৈলাসহরের নাভি বলা হয়। কিন্তু এভাবে প্রকাশ্যে শহরের নেতাজী কর্নারের মতো জনবহুল এলাকায় চুরি কান্ড ঘটে যাওয়ায় গোটা শহর এলাকায় তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। এতকিছুর পরও নেতাজী কর্নার থেকে পাঁচশো মিটার দূরে অবস্থিত কৈলাসহর থানার ভূমিকা নিয়ে শহরবাসীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন।

ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার সহযোগিতা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে অনুরা কুমার দিসানায়েক

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার সহযোগিতা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। জোর দিয়ে বললেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিসানায়েক। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, আমি ভারতের প্রতি আমাদের অব্যাহত সমর্থনের আশ্বাস দিতে চাই। সোমবার নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারত সফররত শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন। পরে মোদী ও দিসানায়েকের উপস্থিতিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

পরে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি দিসানায়েক বলেছেন, 'সামাজিক সুরক্ষা এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন হল মূল ভিত্তি, যার উপর ভিত্তি করে আমাদের দেশের জনগণ আমাদের দু"জনকেই ক্ষমতায় নির্বাচিত করেছে। শ্রীলঙ্কার জনগণ যে বার্তা প্রকাশ করেছে তা শ্রীলঙ্কায় একটি নতুন সংস্কৃতির উদ্ভবের পথ প্রশস্ত করেছে।' শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, 'আমরা প্রায় ২ বছর আগে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিলাম এবং সেই থেকে বেরিয়ে আসতে ভারত আমাদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিল।'

জঙ্গলে ডাকাতির মূলচক্রীকে গ্রেফতার করল পুলিশ

বাঁকুড়া, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে ডাকাতির ঘটনায় মূলচক্রীকে শুক্রবার গভীর রাতে গ্রেফতার করল বিষ্ণুপুর ও তালড্যাংরা থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ, জঙ্গলের রাস্তায় গাছ ফেলে কনেযাত্রীর বাস ও লরি আটকে ডাকাতি করেছিল ধৃত ব্যক্তি।পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম মুজিবুর খান। গড়বেতা থানার ছোট আঙারিয়ার বাসিন্দা।চক্রের দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে গাছ কেটে পাচার করত। কখনও সেই গাছ রাস্তায় ফেলে গাড়ি আটকে লুটপাটও চালাত।

ডাকাতির ঘটনায় ১ ডিসেম্বর ওন্দা থানার অন্তর্গত পুনিশোল কংসাবতী ক্যানালের পাড় সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় সাদেক খানকে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনায় আরও চারজন যুক্ত। জানা যায়, ডাকাতির মাথা ছিল মুজিবুর খান। বাকি তিনজনের খোঁজ শুরু করে পুলিশ। তিন অভিযুক্তকেও চিহ্নিতও করে তারা।এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার মকসুদ হাসান বলেন, "গত ৩০ নভেম্বর গভীর রাতে আমরা খবর পাই, বিষ্ণুপুরের ঢ্যাঙাসোলের জঙ্গলের রাস্তায় গাছ ফেলে কিছু দুষ্কৃতী শালতোড়া থেকে আসা কনেযাত্রীর বাস আটকায়। মোট ৫ জন দুষ্কৃতী বাসের যাত্রীদের কাছ থেকে নগদ কয়েক হাজার টাকা ও মহিলাদের সোনার গয়না ছিনতাই করে। এরপর আরও একটি লরি আটকে ৩৫ হাজার টাকা ছিনতাই করে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের এসডিপিও, বিষ্ণুপুর ও তালড্যাংরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।"

আবাস যোজনার ঘরের দাবীতে নকশালবাড়ির বিডিও অফিসের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ সিপিএমের

নকশালবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর(হি. স.) : আবাস যোজনার ঘরের দাবীতে নকশালবাড়ি বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করতে গিয়ে বিডিওকে না পেয়ে অফিসের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালো সিপিএম নকশালবাড়ি এরিয়া কমিটি।

জানা গিয়েছে, আবাস যোজনার চূড়ান্ত তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে একাধিক চা শ্রমিকের।ফের নতুন করে সার্ভে করে তালিকা প্রকাশের দাবীতে আজ নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড় থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে স্মারকলিপি দিতে পৌঁছায় সিপিএম নকশালবাড়ি এরিয়া কমিটির সদস্যরা।তবে বিডিওকে না পেয়ে অফিসে গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান তারা।

ঘন্টাখানেক পর জয়েন্ট বিডিও স্মারকলিপি গ্রহণ করে।পরে নকশালবাড়ি রাজ্য সড়ক আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়।৭ দিনের মধ্যে নতুন তালিকা প্রকাশ না করা হলে আন্দোলন হবে।জেলাশাসকের দফতর ঘেরাও করা হবে হুঁশিয়ারি দেন সিপিএম নেতা গৌতম ঘোষ।

এনইউজেএস 'ন্যাক'-এ 'এ্'-এ উন্নীত, মুখ্যমন্ত্রীর সন্তোষ প্রকাশ

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকাল সায়েন্সেস, 'ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল' (ন্যাক)-এর মূল্যায়নে 'এ্' গ্রেড পেয়েছে। এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে টুইট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'জেনে অত্যন্ত খুশি হলাম, রাজ্য সরকারের সহায়তা প্রাপ্ত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকাল সায়েন্সেস, কলকাতাকে ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ঌ্ গ্রেড দিয়েছে।'তিনি লিখেছেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষণীয় বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১৮ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকাল সায়েন্সেস অ্যাক্টের সংশোধনের মাধ্যমে, দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকশনাল সায়েন্সেস-এর মোট ছাত্রের ৫ শতাংশ, যারা আর্থিকভাবে দুর্বল তাঁদের টিউশন ফি মুকুব করা হয়েছে।" তিনি বলেন, এনইউজেএস ভারতের একমাত্র ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি যা এমন পদক্ষেপ নিতে পারে। এটা আমাদের অবদান। শিক্ষা ব্যবস্থা আরও উন্নত হোক এবং এমন প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

স্বামীর বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

ভাইয়ের উপর নির্ভর করতে হতো।

এদিকে, রাজু প্রায়ই বাড়িতে মদমত্ত অবস্থায় ফিরতো এবং সীমার সাথে খারাপ আচরণ করত বলে জানায় মৃতার পরিবার। সীমা দাসের মা অভিযোগ করেন তাঁর মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। জামাতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনে বিচারের দাবি করেন তিনি।

স্বামী রাজুকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, হঠাৎ করেই এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সীমা। কিন্তু হাসপাতালে আনার আগেই হয়তো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

এদিকে, গৃহবধূর মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ময়না তদন্তের রিপোর্ট থেকেই সীমার মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে আশায় রয়েছে তাঁর পরিবার।

হাই কোর্টে খারিজ সুজয়কৃষ্ণের আগাম জামিনের আর্জি

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকুর' আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ সিবিআইয়ের মামলায় গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। সিবিআইয়ের মামলায় আগাম জামিনের আর্জি জানান তিনি। তবে সোমবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে হাই কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ।

সোমবার নিম্ন আদালতে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত ইডির মামলার শুনানি হয়। সিবিআইয়ের মামলায় আগে অসুস্থতার কারণে তিনি আদালতে উপস্থিত না থাকলেও, ইডির মামলায় ভার্চুয়ালি হাজিরা দেন সুজয়কৃষ্ণ। জেল হাসপাতালের বিছানা থেকে লাল কম্বল গায়ে, মাথায় মাফলার জড়িয়ে ভার্চুয়াল হাজিরা দেন তিনি।

বাইক দাঁড় করিয়ে সোনার দোকানের মালিকের ১২ লক্ষ টাকার সোনা ছিনতাই

হাওড়া, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): শুক্রবার রাতে নিজের সোনার দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে এক ব্যবসায়ীর প্রায় ১২ লক্ষ টাকার সোনার গয়না ও নগদ ১৫ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। হাওড়ার জগাছা থানার অধীন উনশানির সুভাষপল্লিতে ঘটনাটি ঘটেছে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

আন্দুল ঝোরহাটে সোনার দোকান রয়েছে প্রশান্ত মল্লিকের। রোজকার মতো শুক্রবার রাতেও তিনি দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। ব্যাগে করে বিয়ের অর্ডারের সোনার গয়না এবং নগদ ১৫ হাজার টাকা নিয়ে বাইকে চেপে ফিরছিলেন তিনি।অভিযোগ, বাড়ি থেকে অন্তত ২০০ মিটার দূরে তাঁর সঙ্গে থাকা সোনাগয়না ও নগর টাকাপয়সা ছিনতাই করে নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। শনিবার ঘটনাস্থলে যান তদন্তকারীরা। ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করেন তাঁরা। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়েরা। তাঁদের বক্তব্য, রাতের দিকে পুলিশি নজরদারি থাকে না।

তন্ময় ভট্টাচার্যের সাসপেনশন তুলে নিল সিপিএম

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.):মহিলা সাংবাদিককে হেনস্থার অভিযোগে দলের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তন্ময় ভট্টাচার্যকে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করেছিল সিপিএম। সেই সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নিল আলিমুদ্দিন।

শনিবার জেলা সিপিএমের হোয়াটস্যাপ গ্রুপে সাসপেনশন প্রত্যাহারের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী। তার আগে তাঁকে ফোন করে তন্ময়ের উপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানান দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

মৃণালবাবু লিখেছেন, "কমরেড তন্ময় ভট্টাচার্যকে তদন্ত সাপেক্ষে যে সাসপেন্ড করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে কমরেড তন্ময় ভট্টাচার্য পার্টির স্বাভাবিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করবেন।" এই প্রসঙ্গে তন্ময়বাবু বলেন, "আমি জেলা পার্টির হোয়াটস্যাপ গ্রুপে দেখেছি। আমাদের জেলা সম্পাদক ওখানে বিজ্ঞপ্তিটি দিয়েছেন। এ বার থেকে আমি দলের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে যোগ দিতে পারব। সেখানেই যা বলার বলব।"

হাতির দলের হানা ক্ষতিগ্রস্থ জমির ফসল

আলিপুরদুয়ার, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠাল বাড়ি এলাকায় সাতসকালে হাতির হানা।ক্ষতিগ্রস্থ হল জমির ফসল।শনিবার সকালে প্রায় ১০-১৫টি হাতির একটি দল এলাকায় ঢুকে পড়ে।গ্রামে হাতি ঢোকার খবর চাউর হতেই হাতি দেখতে ভিড় করতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ।হতাহতের কোন ঘটনা না ঘটলেও জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। পরবর্তীতে দলগাঁও চা বাগান কাজীপাড়া হয়ে হাতির দলটি জঙ্গলে চলে যায়।ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছে স্থানীয়রা।

স্ত্রী পঞ্চায়েত প্রধান-স্বামী অঞ্চল সভাপতি - পঞ্চায়েতের কাজ-সইসাবুদ করেন স্বামী, অভিযোগ শুভেন্দুর

বাঁকুড়া, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : তৃণমূল পরিচালিত হাটগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কবিতা লায়েক।তাঁর স্বামী আনন্দ লায়েক তৃণমূলের হাটগ্রাম অঞ্চল সভাপতি। এই প্রধানের হয়ে পঞ্চায়েতের সব কাজকর্ম করেন এমন কি কাগজপত্রে সইসাবুদ পর্যন্ত করেন স্বামী।বাঁকুড়ার এক পঞ্চায়েতে এই নজিরবিহীন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।এই ঘটনার ছবি ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।শাসকদল তৃনমূলও এনিয়ে সরব।

বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের হাটগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে।প্রধানের হয়ে পঞ্চায়েতের প্যাডে স্বামী সই করে কাজ করে চলার একটি ভিডিয়ো তুলে ধরে অভিযোগ সরব হয়েছেন তৃণমূলেরই এক নেতা। সেই একই ভিডিয়ো তুলে ধরে সরব হয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।তাঁর অভিযোগ,হাটগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধান কবিতা লায়েকের হয়ে সরকারি নথিতে সই করেন তার স্বামী আনন্দ লায়েক।তিনি বলেন , রাজ্যের শাসকদল ও মুখ্যমন্ত্রী ফলাও করে নারী সশক্তিকরণের সাফল্য প্রচার করেন।তাঁর অভিযোগ,হাটগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধান কবিতা লায়েকের হয়ে সরকারি নথিতে সই করেন তার স্বামী আনন্দ লায়েক।তিনি বলেন , রাজ্যের শাসকদল ও মুখ্যমন্ত্রী ফলাও করে নারী সশক্তিকরণের সাফল্য প্রচার করেন। এই তাঁর নমুনা বলেও কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা। বিজেপির অভিযোগ রাজ্যের সর্বত্রই তৃণমূল নেতারা কোনও নিয়ম-নীতির তোয়াক্কাই করেন না। এই কাজ শুধু বেআইনি নয় শাস্তিযোগ্য অপরাধও। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর স্বামী জানান যে রাজনৈতিকভাবে তাঁদের কালিমালিপ্ত করতেই পুরানো ছবি ব্যবহার করে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বিরোধী দল নেতার অভিযোগকেই সমর্থন করে বলেন রাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়েই এভাবে পঞ্চায়েতের কাজ করা হয়।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 12/17/2024, 12:48 AM

ক্রীড়াঙ্গন

দিব্যাঙ্গজনদের নিয়ে দুদিনের প্যারা গেমস আসর শুরু ১৮ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। দিব্যঙ্গজন দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে এবারও রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস। আগামী ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে এই গেইমস। যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমসে এবছর রাজ্যের আটটি জেলা থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ জন দিব্যাঙ্গজন খেলোয়ার অংশগ্রহণ করবে। গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গজন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে মেধাবী পুরস্কার। মহাকরণে নিজের হাতে থাকা দুই দপ্তরের আধিকারিকদের পাশে রেখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান মন্ত্রী টিংকু রায়।

রাজ্যের দিব্যংজনদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে গেল বছরের মত এবারও দিব্যাঙ্গজন দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেইমস। সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর এবং যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮-১৯ ডিসেম্বর আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। এবছর এই গেমসে ১৪ টি ইভেন্ট পরিচালনা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১২ থেকে ১৯ বছর এবং ১৯ বছরের উর্ধ্বে রাজ্যের আটটি জেলা থেকে ৩৪৩ জন দিব্যাঙ্গজন খেলোয়াররা তাতে অংশগ্রহণ করবে। ইভেন্ট গুলির মধ্যে রয়েছে ক্রিকেট, ফুটবল, হুইল চেয়ার দৌড়, দাবা, শটপুট, মিউজিক্যাল বল, ক্যারাম ইত্যাদি। উনিশে ডিসেম্বর প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। সোমবার মহাকরণে নিজের হাতে থাকা দুটি দপ্তরের অধিকর্তাদের পাশে রেখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা এবং যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরো জানান, এবারো এই গেমসে যেসব দিব্যাঙ্গোজন ব্যক্তি এখনো সামাজিক ভাতা পায়নি তাদের সামাজিক ভাতা দেওয়ার জন্য সমাজকল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর জন্য গেমসের অনুষ্ঠানে তৎক্ষণাৎ সামাজিক ভাতা দেওয়ার জন্য স্টল থাকবে। অনুষ্ঠানে এরকম উপযুক্ত দুজন কে ভাতা দেওয়া হবে। এছাড়া রাজ্যের সমস্ত দিব্যাঙ্গজনদের ব্যাপক কল্যাণ এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এই গেমসের অনুষ্ঠানে দিব্যংজনদের ক্ষমতায়নের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য নীতি ২০২৪ প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্য মেধাবী পাঁচজন দিব্যাঙ্গজন শিক্ষার্থীকে প্রত্যেককে ২৪ হাজার টাকা করে মুখ্যমন্ত্রীর দিব্যজন মেধাবী পুরস্কার দেওয়া হবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্য পাঁচ মেধাবী দিব্যংজন শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে ৫৪ হাজার টাকা করে। এখানেই শুধু শেষ নয়, দিবাঙ্গজনদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে এবং চলাফেরা যোগাযোগ ও দৈনন্দিন কাজকর্ম সহায়তা করার জন্য তাদেরকে সহায়ক যন্ত্র প্রদান করা হবে।। মন্ত্রী এদিন আরো জানান, রাজ্যে এখন ১৫ হাজার ৯৮ জন দিবাঙ্গজনকে প্রতিমাসে ২০০০ টাকা সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। যারা এখনো এই ভাতা থেকে বঞ্চিত, তাদেরকে অবিলম্বেই নিয়ম মেনে আবেদন করার আহ্বান রাখেন মন্ত্রী শ্রী রায়।

জাতীয় স্কুল গেমসের কোরাস রাজ্য দল গঠন শিবির সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে সোমবার আগরতলা এনএসআরসিসি জুডো হলে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের রাজ্যভিত্তিক স্কুল কোরাস সিলেকশন ট্রায়াল।এই সিলেকশন ট্রায়ালে রাজ্যের আটটি জেলা থেকে ১০৯ জন ছেলে মেয়ে অংশগ্রহণ করে। এদিনের এই দল গঠন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য কোরাস এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায়, ত্রিপুরা রাজ্য কোরাস অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী , রত্না দেবনাথ ত্রিপুরা রাজ্য কুরাশ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রাহুল ভট্টাচার্য্য সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কোচ ও প্রতিনিধিরা। দল গঠন শিবির থেকে নির্বাচিত খেলোয়ারদের নিয়ে আগামী দিন দশ দিনের একটি ক্যাম্প হবে। প্রসঙ্গত আগামী ২- ৬ জানুয়ারি ছত্রিশগড়ের রায়পুরে অনুষ্ঠিত হবে স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত স্কুল ন্যাশনাল কুরাস চ্যাম্পিয়নশিপ। রাজ্য কুরাশ এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায় ও ত্রিপুরা স্কুল বোর্ড, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল আশাবাদী ছত্রিশগড়ের ত্রিপুরা ছেলে মেয়েরা ভালো ফলাফল করে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট : শোভা, বৃন্দার সেঞ্চুরি শেষ ম্যাচে লজ্জাজনক পরাজয় ত্রিপুরার

কর্ণাটক-৩৪৯/৮ ত্রিপুরা-১৩১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।শেষ ম্যাচে মুখ থুবড়ে পড়লো ত্রিপুরা। পরাজয় দিয়েই আসর শেষ করলেন তামান্না নিগম-রা। হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সিনিয়র মহিলাদের ক্রিকেটে। সোমবার ঝাজ্জারের শেহবাগ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ২১৯ রানে। শক্তিশালী কর্নাটকের গড়া ৩৪৯ রানের জবাবে ত্রিপুরা সর্বসাকুল্যে মাত্র ১৩১ রান করতে সক্ষম হয়। শক্তির বিচারে ত্রিপুরা থেকে কর্ণাটক অনেকটাই এগিয়ে তা আগেই জানা ছিল। তারপরও দেখার ছিল কতটা লড়াই ছুঁড়ে দিতে পারেন ত্রিপুরা ক্রিকেটাররা। কার্যত এর ছিটেফোটাও দেখা যায়নি। অনেকটা গলির বোলারের পর্যায়ে নামিয়া আনা হয় ত্রিপুরার বোলারদের। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে কর্ণাটক নির্ধারিত ৫০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে পাহাড় সমান ৩৪৯ রান করে। দলকে বড় স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন ওপেনার এস শোভা এবং ডি বৃন্দা। দ্বিতীয় উইকেটে দুজন ১৩৯ বল খেলে ২০১ রান যোগ করে কর্নাটককে বড় স্কোর গড়াতে এগিয়ে নিয়ে যান। শোভা ১৩৮ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪০ এবং বৃন্দা ৬৫ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২৫ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে দলনায়িকা বেদা কৃষ্ণমূর্তি ২৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং মনিকা প্যাটেল ১৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ১৯ রান। ত্রিপুরার পক্ষে রোহিনী মানে ৬১ রানের চারটি উইকেট দখল করেন। কর্নাটকের গড়া পাহাড় সমান রানের জবাব দিতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় ত্রিপুরা। হারাতে থাকে ক্রমাগত উইকেট। শেষ পর্যন্ত ১৩১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ ৬০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে একটি রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে প্রীয়াঙ্কা আচার্য ৫০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, অন্বেষা দাস ৩৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, রোহিনী মানে ৩০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩৪ এবং ঋজু সাহা ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। কর্ণাটকের পক্ষে সাহানা এস পাওয়ার ২৪ রানে ৩ টি এবং অনণ্যা হেগরে ২৮ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। আসরে ৬ ম্যাচ খেলে ত্রিপুরা ৩ টি ম্যাচে জয় পেয়েছে।

দ্বিতীয় ইনিংসেও শতরান করলেন রাঘবন গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ম্যাচে হারের মুখে ত্রিপুরা

পন্ডিচেরী- ৩৬৪ত ২০৮/২ ত্রিপুরা- ১৮৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন কার্যত অধরা রইলো ত্রিপুরার। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে ত্রিপুরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে চলেছে পন্ডিচেরী। দ্বিতীয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ত্রিপুরাকে। স্বাগতিক পন্ডিচেরীর চতুর্থ তথা শেষ দিনে লক্ষ্য থাকবে সরাসরি জয় পাওয়ার। সেই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার মাঠে নামবে পন্ডিচেরী। পন্ডিচেরীর সি এ পি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্বাগতিক দলের গড়া ৩৬৪ রানের জবাবে ত্রিপুরা প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ১৮৭ রানে। ১৭৭ রানে এগিয়ে থেকে তৃতীয় দিনের শেষে স্বাগতিক দল ২ উইকেট হারিয়ে ২০৮ রান করে। আপাতত ৩৮৫ রানে এগিয়ে রয়েছে পন্ডিচেরী। দ্বিতীয় দিনের দুই উইকেটে ৮৯ রান নিয়ে খেলতে নেমে সোমবার আরও ৯৮ রান যোগ করার ফাঁকে শেষ ৮ টি উইকেট হারায় ত্রিপুরা। রাজ্য দলের পক্ষে দ্বীপজয় দেব ১৫৬ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭০, তনয় মন্ডল ৮০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪, দেবাংশু দত্ত ৯৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং দলনায়ক অর্কজিৎ রায় ৫০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। ত্রিপুরা ৭৭.৪ ওভার ব্যাট করে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান করতে সক্ষম হয়।

পন্ডিচেরীর পক্ষে শ্রুজন ৪৯ রানে পাঁচটি, শিবা ২৯ রানে এবং অথবন ৩৫ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। ১৭৭ রানে এগিয়ে থেকে তৃতীয় দিনের শেষে পন্ডিচেরী ৪৬ ওভার ব্যাট করে ২ উইকেট হারিয়ে ২০৮ রান করে। প্লরথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও দুরন্ত ব্যাট করে শতরান করেন রাঘবন। দনের শেষে ১৪৪ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১৪ রানে অপরাজিত রয়েছেন কুশান্ত সলোরার 'তুরুপের তাসটি'। এছাড়া দলের পক্ষে প্রজণ কুমার ১১১ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৫ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে রাহুল সূত্রধর ৩২ রানে এবং রোহন বিশ্বাস ৩৫ রানে ১ টি করে উইকেট দখল করেন। মঙ্গলবার শেষ দিনে পরাজয় এড়াতে লড়বে ত্রিপুরা।

বিজয় মার্জেন্ট ট্রফিতে আজ ত্রিপুরার মুখোমুখি নাগাল্যান্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জাতীয় স্তরের বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আগামীকাল নিজেদের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামবেন ত্রিপুরা। কটকের বরবাটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত তিন দিনের ম্যাচে এবার রাজ্য দলের প্রতিপক্ষ নাগাল্যান্ড। লক্ষ্য অবশ্যই গত ম্যাচের সাফল্য ধরে রাখা। আর সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে নাগাল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাট বল হাতে নিয়ে ময়দানে নামার আগে সোমবার রাজ্যের ক্রিকেটাররা সেরে নিল তাদের চূড়ান্ত অনুশীলন। তবে তিন দিনের ম্যাচে টস অনেকটা ফেক্টর। নিশ্চিতভাবে ত্রিপুরা টসে জিতলে প্রতিপক্ষদের বড় রানে টার্গেট দেওয়ার লক্ষ্যে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেবে।

এবারের এই টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা বিহারের সাথে ম্যাচ অমীমাংসিত রেখে পয়েন্ট নিয়ে অভিযান শুরু করার পর দ্বিতীয় ম্যাচেই সরাসরি জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা হারালো প্রতিপক্ষ মিজোরামকে।ফলে স্বাভাবিকভাবেই গত ম্যাচের জয়কে পুঁজি করেই আগামীকাল মঙ্গলবার নাগাল্যান্ড জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ময়দানে নামবে রাজ্যের ক্রিকেটাররা।

এখন দেখার বিষয় গত ম্যাচের ব্যাট বলে সাফল্য নাগাল্যান্ডের বিপক্ষে কতটুকু ধরে রাখতে সক্ষম হয় রাজ্য দল।

বৃষ্টিতে ভেস্তে যেতে পারে ব্রিসবেন টেস্ট! ড্র হলেও কী ভাবে টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনালে যাবে ভারত?

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দৌড়ে রয়েছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, দু'দলই। বৃষ্টির জেরে ব্রিসবেনে তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা প্রায় পুরোটাই ভেস্তে গিয়েছে। যদি বাকি চার দিনও বৃষ্টি হয় তা হলে খেলার ফয়সালা হওয়ার সম্ভাবনা কম। সে ক্ষেত্রে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কী ভাবে উঠবে ভারত?

শেষ দু'টি টেস্ট জিতলে

যদি ব্রিসবেন টেস্ট ভেস্তে যায় তা হলে সিরিজ ১-১ ব্যবধানেই থাকবে। বাকি থাকবে আর দু'টি টেস্ট। যদি ভারত সেই দু'টি ম্যাচ জেতে তা হলে রোহিত শর্মারা ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতবেন। সে ক্ষেত্রে ভারতকে অন্য কোনও দলের দিকে তাকাতে হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলবেন রোহিতেরা।

একটি টেস্ট জিতলে, অন্যটি ড্র হলে

যদি বাকি দুই টেস্টের মধ্যে একটি টেস্ট ড্র হয় ও ভারত একটি টেস্ট জেতে তা হলে তারা ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে। সে ক্ষেত্রে ভারতকে তাকাতে হবে শ্রীলঙ্কার দিকে। শ্রীলঙ্কা যদি ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দু'টি টেস্টের অন্তত একটিতে জেতে তা হলে ভারত ফাইনাল খেলবে।

একটি টেস্ট জিতলে, অন্যটি হারলে

যদি দু'টি টেস্টের মধ্যে ভারত একটি জেতে ও অস্ট্রেলিয়া একটি জেতে তা হলে সিরিজ ২-২ ড্র হবে। সে ক্ষেত্রেও শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের দিকে তাকাতে হবে ভারতকে। শ্রীলঙ্কা ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে দু'টি টেস্টেই হারালে বা পাকিস্তান দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরের মাঠে তাদের ২-০ হারালে তবেই ভারত ফাইনাল খেলবে।

শেষ দু'টি টেস্ট হারলে

যদি বাকি দু'টি টেস্টই ভারত হারে তা হলে আর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার সুযোগ থাকবে না রোহিতদের।

অবশেষে কাটল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জট, কোথায় খেলবে ভারত?

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে কাটল জট। হাইব্রিড মডেল মেনে নিল পাকিস্তান বোর্ড। তবে শর্তসাপেক্ষে। শুক্রবার এমনটাই জানাল আইসিসি।

কোনও পরিস্থিতিতেই আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকভূমে যেতে রাজি ছিল না বিসিসিআই। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নিরপেক্ষ কোনও ভেন্যুতে ভারতীয় দলের খেলার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু পাক বোর্ডও ছিল নাছোড়বান্দা। তারা শুরুতে এই হাইব্রিড মডেলের তীব্র বিরোধিতা করে। জানায়, পাকিস্তানেই সব ম্যাচ আয়োজিত হবে। আইসিসির একাধিক প্রস্তাব খারিজ করে দেয় দুই বোর্ড। যৌথভাবে কোনও সিদ্ধান্তেই পৌঁছনো যাচ্ছিল না। শেষে পাক বোর্ড জানায়, শর্তসাপেক্ষে হাইব্রিড মডেলে সম্মতি দেবে তারা। কী সেই শর্ত? ভারত যদি পাকিস্তানে খেলতে না যায়, তবে পাক দলও এদেশে খেলতে আসবে না। অবশেষে কার্যত সেই প্রস্তাবেই দুই পক্ষ রাজি হওয়ায় জটিলতা কাটল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সব ম্যাচ টিম ইন্ডিয়া খেলবে দুবাইয়ে। আর ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে লিগ পর্বের খেলবেন না বাবর আজমরা। তাঁদের ম্যাচ আয়োজিত হবে কলম্বোয়।

হাইব্রিড মডেলে সবুজ সংকেত দিলেও আইসিসির তরফে এর জন্য কোনও আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবে না পিসিবি। তবে তার বদলে ২০২৭ সালে পাকিস্তানে আইসিসির একটি মহিলা টুর্নামেন্ট আয়োজনের সত্ত্ব পেল তারা।

একনজরে দেখে নেওয়া যাক দুই বোর্ডের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে চুক্তি হল।

১. মোট তিনটি ভেন্যুতে হবে চাম্পিয়ন্স ট্রফি। টিম ইন্ডিয়া খেলবে দুবাইয়ে।

২. ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ পাকিস্তান খেলবে শ্রীলঙ্কায়।

৩. হাইব্রিড মডেলে সম্মতির জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ পাবে না পিসিবি। ৪. তার বদলে ২০২৭-এ পাকিস্তানে আইসিসির একটি মহিলা টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারবে পিসিবি।

৫. চুক্তিতে খুশি আইসিসি, বিসিসিআই এবং পিসিবি।

শোনা যাচ্ছিল, ৫০ ওভারের পরিবর্তে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হতে পারে আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। যদিও তেমনটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। এবার দেখার টুর্নামেন্টের সূচি কবে ঘোষণা করে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

প্রথম দিনের খেলায় বাদ সাধল বৃষ্টি, ব্রিসবেন টেস্টের বাকি দিনগুলির পূর্বাভাস কেমন?

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম দিনের খেলার প্রায় পুরোটাই ভেস্তে গিয়েছে বৃষ্টিতে। মাত্র ১৩.২ ওভার খেলা হয়েছে। দু'টিরও বেশি সেশনে একটি বলও খেলা হয়নি। ব্রিসবেনে ম্যাচের বাকি চার দিনেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কি? আবহাওয়া সংক্রান্ত এক ওয়েবসাইটের দাবি, রবিবার ব্রিসবেন শুকনো থাকার কথা। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মাত্র আট শতাংশ। তবে সারা দিনই আকাশ মেঘলা থাকতে পারে। বৃষ্টি আবার ফিরতে পারে সোমবারে। সে দিন ৬৯ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৯০ মিনিট বৃষ্টি হতে পারে। বাকি সময়ে আকাশে রোদ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা। চতুর্থ দিন বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

বিশ্বজয়ী গুকেশকে সম্মান জানাতে বিশেষ পদক্ষেপ তামিলনাড়ুর

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশের জন্য ৫ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করল তামিলনাড়ু সরকার। বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তরুণ দাবাড়ু। পরের দিনই বিরাট অঙ্কের পুরস্কার পেলেন নিজের রাজ্য তামিলনাড়ুর তরফ থেকে। শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেন। তিনি লেখেন, 'কনিষ্ঠতম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশের অনবদ্য সাফল্যকে সম্মান জানাতে ৫ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করা হল। গুকেশের এই জয় গোটা দেশকে গর্বিত করেছে। খুশি এনে দিয়েছে দেশবাসীর মনে। আশা করি আগামী দিনেও এইভাবেই এগিয়ে যাক গুকেশ।" তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনকেও কুর্নিশ জানিয়েছেন সেরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তরুণ দাবাড়ুকে সাহায্য করেছেন উদয়নিধি, এমনটাই মত স্ট্যালিনের।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার গুকেশ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতেই তরুণ দাবাড়ুকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে একাধিক রাজনৈতিক নেতা। সেই তালিকায় ছিলেন তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীরাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চেন্নাইয়ের তরুণ দাবাড়ুকে। গুকেশকে মেডেল পরিয়ে দেওয়ার ছবি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন স্ট্যালিন। তারপরের দিনই ৫ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সোশাল মিডিয়ায় চর্চা চলছে, বিশ্বজয়ী হয়ে কত টাকা পাবেন গুকেশ? চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিটি ক্লাসিকাল ম্যাচ জিতলে পাওয়া যায় ২ লক্ষ ডলার। গুকেশ তিনটি ম্যাচ জেতায় পেয়েছেন ৬ লক্ষ ডলার। অন্যদিকে দুই ম্যাচ জিতে

তামিলনাড়ুতে জাতীয় জুনিয়র বালিকাদের হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরা দল গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় জুনিয়র বালিকাদের হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপে ত্রিপুরা দল অংশগ্রহণ করবে। ত্রিপুরা হ্যান্ড বল অ্যাসোসিয়েশন থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের পর যথারীতি নির্দিষ্ট নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে রাজ্য দল গঠন করা হয়েছে। আগামী ২৩ থেকে ২৭ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুল-এ ৪৬ তম জুনিয়র বালিকাদের জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। যথাসময়ে রাজ্য দল তামিলনাড়ুর উদ্দেশ্যে রওনা হবে বলে রাজ্য হ্যান্ডবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক লিটন রায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলো : অনুরূপা সূত্রধর, অবন্তিকা ভৌমিক, করুণা দে, অন্তরা দত্ত, সঙ্গীতা পাল, লক্ষ্মী শুক্ল দাস, মিনু গোয়ালা, মিতা রায়, পূর্ণিমা মালি, রিয়া শর্মা, স্বপ্না রানী দাস, লিপি বেগম, অদিতি বড়ুয়া, রিয়া পাল, খুশি দাস, সাগরিকা আচার্য (ম্যানেজার কাম প্লেয়ার) কাহিনী দেববর্মা (কোচ কাম প্লেয়ার)।

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই টি২০ সিরিজ দক্ষিণ আফ্রিকার

পর পর দু'টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সঙ্গে টি-টোয়েন্টি সিরিজও জিতে নিল তারা। রেজা হেন্ড্রিক্সের শতরানে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা।

২০২২ সালের অগস্ট মাসের পর এই প্রথম দ্বিপাক্ষিক টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। টানা আট সিরিজে হারের পর জিতল তারা। শেষ বার দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। কোচ রব ওয়াল্টার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা।

ম্যাচে প্রথম বল করে দক্ষিণ আফ্রিকা। শুরুটা খারাপ করেনি পাকিস্তান। অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান ওপেন করতে নেমে ১১ রান করে আউট হয়ে গেলেও সাইম আয়ুব এবং বাবর আজম মিলে ইনিংস গড়েন। বাবরেরা ৮৭ রানের জুটি গড়েন। বাবর ৩১ রানে আউট হলেও আয়ুব করেন ৯৮। মাত্র দু'রানের জন্য শতরান হাতছাড়া হয়েছে তাঁর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২০৬ রান করে পাকিস্তান। শেষের দিকে পাকিস্তানের রান ২০০ টপকাতে সাহায্য করেন ইরফান খান। তিনি ১৬ বলে ৩০ রান করে অপরাজিত থাকেন।

লক্ষ্য ২০৭ রানের থাকলেও তিন বল বাকি থাকতে জয়ের রান তুলে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ওপেনার হেন্ড্রিক্স ৬৩ অলে ১১৭ রান করেন তিনি। তাঁকে সঙ্গ দেন রসি ভান ডার ডুসেন। তিনি ৩৮ বলে ৬৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। পাকিস্তানের শাহিন শাহ আফ্রিদি এবং হ্যারিস রউফের মতো অভিজ্ঞ বোলারেরা ব্যর্থ। দু'জনের কেউ উইকেট পাননি। আফ্রিদি চার ওভারে দেন ৩৭ রান। রউফ ৪ ওভারে ৫৭ রান দেন। যা বিপদে ফেলে দেয় পাকিস্তানকে। ব্যাটারেরা রান করলেও তাই হারতে হয়েছে বাবরদের। সিরিজের শেষ ম্যাচ জোহানেসবার্গে। তার পর তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজ খেলবে দুই দল।

বর্ণবিদ্বেষের শিকার দিয়েগো মরিসিও!

আইএসএলের ম্যাচে বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের শিকার হয়েছেন দিয়েগো মরিসিও। সোশাল মিডিয়ায় এমন অভিযোগ আনল তাঁর ক্লাব ওড়িশা এফসি। তবে নির্দিষ্ট কোনও ম্যাচ বা কোনও ক্লাবের সমর্থকদের কথা তারা উল্লেখ করেনি। বিশ্ব ফুটবল প্রায়ই উত্তাল হয় বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের ঘটনায়। সাধারণত ভারতীয় ফুটবলে এই ধরনের ঘটনা দেখা যায় না। এবার সেই অভিযোগ আনল ওড়িশা। সোশাল মিডিয়ায় ওড়িশা এফসির পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে, 'এটা খুবই উদ্বেগজনক যে দিয়েগো মরিসিও সম্প্রতি বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের শিকার হয়েছেন। এই ধরনের ঘটনা সহ্য করা উচিত নয়। শুধু খেলাধুলো নয়, সমাজে বর্ণবিদ্বেষের কোনও স্থান নেই। বর্ণবিদ্বেষ একতা ও সম্মানের বিরোধী। যা খেলার জগতের স্পিরিট বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করে। আর ফুটবল এই পারস্পরিক সম্মানের কথাই বলে।' তাদের আরও বক্তব্য, 'কারও জাতি বা জন্মস্থান যেখানেই হোক না কেন, সবাইকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা উচিত। সংস্কার ও অন্ধ আচরণের ঊর্ধে উঠে ফুটবল মাঠে সবাই নিজের সেরাটা দিতে চায়। ওড়িশা এফসি ও বৃহত্তর ফুটবল সমাজ এই ধরনের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করছে।' এই পরিস্থিতিতে মরিসিওর পাশে দাঁড়াচ্ছে ওড়িশা। তারা জানিয়েছে, 'দিয়েগোর বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্য আচরণই হোক না কেন, ক্লাব তাঁর জন্য সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।'

বৃহস্পতিবার যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জয় পেয়েছে ওড়িশা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

১৮-১৯ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে রাজ্যভিত্তিক খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস অনুষ্ঠিত হবে: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর: রাজ্যভিত্তিক "খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস" আগামী ১৮-১৯ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় এ সংবাদ জানান। ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, দিব্যাঙ্গজন দিবস, ২০২৪ উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে "খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস-২০২৪"এর আয়োজন একটি অনন্য উদ্যোগ। দিব্যাঙ্গজনদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্যারা গেমসে রাজ্যের সব জেলা থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নেবেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬ অনুসারে খেলাধুলায় দিব্যাঙ্গজন ব্যক্তিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস, ২০২৪ এর আয়োজনের মাধ্যমে ত্রিপুরা এক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে চলেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমসে রাজ্যের আটটি জেলা থেকে প্রায় ৩৪৩ জন দিব্যাঙ্গজন খেলোয়াড় অংশ নেবেন। এই গেমসে ১৪টি ইভেন্টে খেলার আয়োজন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে দৃষ্টিহীন দিব্যাঙ্গজনদের নিয়ে ক্রিকেট ম্যাচ। এজন্য দুটি দল গঠন করা হয়েছে। একটি দল হচ্ছে উত্তরাঞ্চল দল (উত্তর ত্রিপুরা, উনকোটি, ধলাই, খোয়াই জেলা নিয়ে) অন্য দলটি হল দক্ষিণাঞ্চল দল (পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহিজলা, গোমতি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা নিয়ে)। এছাড়াও থাকবে ফুটবল (উত্তরাঞ্চল দল বনাম দক্ষিণাঞ্চল দল), হুইল চেয়ার দৌড় (ছেলে ও মেয়ে), শট পুট (ছেলে ও মেয়ে), দাবা (ছেলে ও মেয়ে), ৫০ মিটার দৌড় (ছেলে ও মেয়ে), লং জাম্প (ছেলে ও মেয়ে), ক্যারাম (ছেলে ও মেয়ে), টাগ-অফ-ওয়ার (ছেলে ও মেয়ে), রিং থ্রো (ছেলে ও মেয়ে), মিউজিক্যাল বল (পুরুষ), মিউজিক্যাল চেয়ার (মহিলা), স্ট্যান্ডিং বোর্ড জাম্প (ছেলে ও মেয়ে), বুচি খেলা (পুরুষ ও মহিলা)। ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস উপলক্ষ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ৫০টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হবে। তাতে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য প্রদর্শিত হবে। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে দিব্যঙ্গজনদের মধ্যে হুইল চেয়ার সহ বিভিন্ন চলন সামগ্রী প্রদান করা হবে। এছাড়া দিব্যঙ্গজনদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য সেখানে চিকিৎসা শিবিরও খোলা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী আরও জানান, যোগ্যতা সত্বেও যেসকল দিব্যাঙ্গজন ব্যক্তি (৬০ শতাংশ এবং তার বেশি) এখনো সামাজিক ভাতা পাননি তাদের সামাজিক ভাতা দেওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এজন্য প্রতিযোগিতা চলাকালীন তৎক্ষনাৎ সামাজিক ভাতা দেওয়ার জন্য স্টল খোলা হবে। অনুষ্ঠানমঞ্চে এরকম উপযুক্ত ২ জনকে ভাতা প্রদান করা হবে। নতুন ২,৭৭৯ জনকে এরকম ভাতা প্রদান করা হবে বলে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান। তিনি জানান, খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমসের অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্য মেধাবী পাঁচজন দিব্যাঙ্গজন শিক্ষার্থীকে ২৪ হাজার টাকা করে এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্য পাঁচজন মেধাবী দিব্যাঙ্গজন শিক্ষার্থীকে ৫৪ হাজার টাকা করে মুখ্যমন্ত্রী দিব্যাঙ্গজন মেধাবী পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গজনদের ইউ ডি আই ডি কার্ড দেয়া হবে, যাতে একটি স্বতন্ত্র নম্বর থাকবে। যা দিয়ে সেই দিব্যাঙ্গজন ব্যক্তি ভারতের যে কোনো জায়গায় দিব্যাঙ্গজনদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাগুলি পেতে পারে। এছাড়াও রাজ্যের সমস্ত দিব্যাঙ্গজনদের ব্যাপক কল্যাণ ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিতি করার জন্য এই গেমসের অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গজনদের ক্ষমতায়নের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য নীতি, ২০২৪ প্রকাশ করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রাখল উপস্থিত ছিলেন।

স্রোত তৃতীয় ভ্রাম্যমাণ বইমেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর: শৈবতীর্থ প্রকৃতির লীলাভূমি ঊনকোটির অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অবগাহন করে "স্রোত তৃতীয় ভ্রাম্যমাণ" বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লোকগবেষক ও প্রাবন্ধিক মন্টু দাস, মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু নাথ,কবি আশীষকান্তি সাহা, কবি ড.ঝর্ণা বণিক। কবিতা পাঠ করেন মন্টু দাস, ড.ঝর্ণা বনিক,আশীষকান্তি সাহা,অমলকান্তি চন্দ,অসীমা দেবী,কাজী নিনারা বেগম, মধুচন্দ্রিমা দাস, লীলাবতী সিনহা,পূরবী সিনহা,নিভা চৌধরী,গৌরব ধর এবং গোবিন্দ ধর।উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সুমিতা দেব, ইতিকণা মুখার্জী।সংগীত পরিবেশন করেন রীতা পাল, শুক্লারাণী দাস,আলপনা দাস নন্দী ও অম্বিকা নন্দী। নৃত্য পরিবেশনসহ আলোচনায় ছিলো গোটা একটি দিন মুখর। ঊনকোটির ইতিহাস সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন মন্টু দাস। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক গোবিন্দ ধর। উপস্থিত ছিলেন স্রোত প্রকাশনার প্রকাশক সুমিতা পাল ধর। অসাধারণ এই অনুষ্ঠানের জন্য সাহিত্যিক গোবিন্দ ধরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন উপস্থিত সকলে।

ধলাবিল জাতীয় সড়ক চৌমুনীতে দুর্ঘটনা, পথ অবরোধ এলাকাবাসীর, রাস্তায় আটকে পড়েন মন্ত্রী সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর: খোয়াই ধলাবিল জাতীয় সড়ক চৌমুনীতে অটো ও মারুতি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছে এক মহিলা। দ্রুত গতির কারণে প্রতিনিয়ত খোয়াইয়ে দুর্ঘটনা হয় বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। যান দূর্ঘটনা এড়ানোর দাবিতে মোহনপুর-আগরতলা ১০৮ জাতীয় সড়ক অবরোধে বসেন এলাকাবাসী। এদিকে, দমকলকর্মীরা আহত মহিলাকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এদিকে, ওই অবরোধের জেরে রাস্তায় আটকে পড়েন মন্ত্রী সুশান্ত দাসের কনভয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, অতিরিক্ত গতিতে যান চলাচলের ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। পুলিশ এবং ট্রাফিকের কোন ধরনের ব্যবস্থাপনার না থাকায় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটনাও ঘটে চলেছে প্রতিদিন। তাছাড়া খোয়াই ট্রাফিক ইউনিট প্রতিদিন ওই এলাকায় সকাল থেকে ভেহিকেল চেকিংয়ে বসার ফলে আরো দুর্ঘটনা বেশি করে ঘটে চলেছে।

আরো জানায়, ধলাবিল জাতীয় সড়ক চৌমুনিতে ট্রাফিক দপ্তর কিংবা পুলিশ প্রশাসন থেকেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। ছোট বড় দুর্ঘটনা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে, এলাকাবাসীর অবরোধ চলাকালীন সময় আগরতলা থেকে ফটিকরায় যাওয়ার পথে মন্ত্রী সুধাংশু দাস যাচ্ছিলেন। মন্ত্রীর কনভয় অবরোধস্থলে আটক যান। ওই সময় মন্ত্রী সুধাংশু দাস অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। খোয়াই জেলা পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে তিনি কথা বলেন এবং অবরোধকারীদের আশ্বাস দিয়েছেন তাঁদের দাবি পূরন করা হবে। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধকারীরা সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। পরবর্তী সময়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কৈলাসহরে আন্তর্জাতিক এক্সপো মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ ডিসেম্বর: কৈলাসহরের আশ্রম স্কুলের মাঠে আন্তর্জাতিক এক্সপো মেলা শুরু হয়েছে। মেলাকে কেন্দ্র করে কৈলাশহরবাসীর মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সোমবার কৈলাসহরের আশ্রম স্কুলের মাঠে প্রথম আন্তর্জাতিক এক্সপো মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। এই মেলা গত ১৩ই ডিসেম্বর থেকে জনগণের জন্য শুরু হয়ে গিয়েছিল। অনুষ্ঠান এর মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী গীরজানন্দ মহারাজজী, কৈলাশহর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা, মহকুমা শাসক শ্রী প্রদীপ সরকার, ইউনিভার্সেল এক্সপো এমডি রাজ চক্রবর্তী, এমডি অশোক রায়, কাউন্সিলর দীপক রায়, স্থানীয় অর্গানাইজার অরুণ সাহা সহ অন্যান্যরা।

প্রথমেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। এই মেলা চলবে আগামী ২৯ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ত্রিপুরা থেকে দুজন পড়ুয়াকে ইউপিএসসি'র কোচিংয়ে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর: টিএসএফ এবং এনইএসও''র যৌথভাবে আগরতলা প্রেসক্লাবে সম্মেলন করা হয়েছে।

এনইএসও''র ফিনান্স সেক্রেটারি তথা টিএসএফ''র ভাইস প্রেসিডেন্ট জন দেববর্মা জানিয়েছেন গত ১৩ ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে এনইএসও''র বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর প্রত্যেক রাজ্য থেকে দু''জন করে স্টুডেন্টকে ভারতের বিখ্যাত ইউপিএসসির এক্সাম সংক্রান্ত কোচিং সেন্টারে ভর্তি করানো হবে। ত্রিপুরা থেকেও দুজন সুযোগ পাবেন।

এছাড়াও এদিন তারা সাংবাদিক সম্মেলন থেকে দাবি করেছেন, সীমান্ত এলাকা যেন সম্পূর্ণরূপে সিল করা হয়। পাশাপাশি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের রোমান স্ক্রিপ্টে প্রশ্নপত্র করার আরও একবার দাবি করেছেন। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে জানিয়েছেন জন দেববর্মা। সাংবাদিক সম্মেলনে টিএসএফের সভাপতি সম্রাট দেববর্মা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা মিছিল

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): সোমবার শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করল বাঙালি হিন্দু রক্ষা সমিতি। দাবি, অবিলম্বে চিন্ময় প্রভুকে জেলমুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশের মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের পতন থেকে হিন্দু নির্যাতন বন্ধের দাবি উঠল মিছিল থেকে। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতেও মুখরিত হল কলকাতার রাজপথ।

এদিন দুপুর একটা নাগাদ শিয়ালদহ থেকে শুরু হয় মিছিল। আম নাগরিকের পাশাপাশি অংশ নিয়েছিলেন সাধু-সন্তরাও। হাতে ছিল গেরুয়া ধবজা। মুখে জয় শ্রীরাম স্লোগান। জমায়েত করে মিছিল হয় হাওড়া ব্রিজেও।

একইসঙ্গে আর জি কর আন্দোলনের স্লোগান ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হল মিছিলে। স্লোগান ওঠে, "জুতো মারো তালে তালে, ইউনুসের গালে গালে।" একইসঙ্গে বিএনপির 'কলকাতা দখলে'র হুমকিকেও কটাক্ষ করা হল মিছিল থেকে। এক আন্দোলনকারীর খোঁচা, "চারদিনের মধ্যে কলকাতা দখল করবে বলেছিল, কোথায় গেল? ভয়ে পেয়ে গেল নাকি? সীমান্তই পার করতে পারবে না। কলকাতা তো দূরে থাক।"

স্বাভাবিকভাবেই এই মিছিলকে কেন্দ্র করে এদিন দুপুরে কলকাতায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। ভোগান্তির মুখে পড়ে আমজনতা। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার গদিচ্যুত হওয়ার পর থেকেই অস্থির পরিস্থিতি চলছে। হিন্দু-সহ সে দেশের সংখ্যালঘুদের উপর নিরযাতন অব্যাহত। বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের পরও জেলবন্দি ইসকনের সন্ত চিন্ময়কৃষ্ণ। এরই প্রতিবাদে এদিন কলকাতায় ফের পথে নামল নাগরিকরা।

সোমবার শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করল বাঙালি হিন্দু রক্ষা সমিতি। দাবি, অবিলম্বে চিন্ময় প্রভুকে জেলমুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশের মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের পতন থেকে হিন্দু নিরযাতন বন্ধের দাবি উঠল মিছিল থেকে। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতেও মুখরিত হল কলকাতার রাজপথ। এদিন দুপুর একটা নাগাদ শিয়ালদহ থেকে শুরু হয় মিছিল। আম নাগরিকের পাশাপাশি অংশ নিয়েছিলেন সাধু-সন্তরাও। হাতে ছিল গেরুয়া ধ্বজা। মুখে জয় শ্রীরাম স্লোগান। জমায়েত করে মিছিল হয় হাওড়া ব্রিজেও।

একইসঙ্গে আর জি কর আন্দোলনের স্লোগান ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হল মিছিলে। স্লোগান ওঠে, "জুতো মারো তালে তালে, ইউনুসের গালে গালে।" একইসঙ্গে বিএনপির 'কলকাতা দখলে'র হুমকিকেও কটাক্ষ করা হল মিছিল থেকে। এক আন্দোলনকারীর খোঁচা, "চারদিনের মধ্যে কলকাতা দখল করবে বলেছিল, কোথায় গেল? ভয়ে পেয়ে গেল নাকি? সীমান্তই পার করতে পারবে না। কলকাতা তো দূরে থাক।"

বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার গদিচ্যুত হওয়ার পর থেকেই অস্থির পরিস্থিতি চলছে। হিন্দু-সহ সে দেশের সংখ্যালঘুদের উপর নিরযাতন অব্যাহত। বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের পরও জেলবন্দি ইসকনের সন্ত চিন্ময়কৃষ্ণ। এরই প্রতিবাদে এদিন কলকাতায় ফের পথে নামল নাগরিকরা।

ধর্মনগরে মৎস্য চাষীদের উন্নয়নে আধুনিক ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ ডিসেম্বর: ধর্মনগরে মৎস্য চাষীদের উন্নয়নে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে একটি আধুনিক ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন করা হলো। শিববাড়ী রোড ও পোস্ট অফিস রোডের সংযোগস্থলে রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে নবনির্মিত ট্রেনিং সেন্টারটি মৎস্য চাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রানী দাস সেন, ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু নাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলা মৎস্য দপ্তরের উপ-অধিকর্তা বিজয় রায় এবং মৎস্য দপ্তরের বাস্তুকার চিরাং রিয়াং। অনুষ্ঠানে মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক, কর্মী, ধর্মনগর পৌর পরিষদের কাউন্সিলর এবং এলাকার মৎস্য চাষীরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজয় রায়, তিনি নতুন এই ট্রেনিং সেন্টারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং মৎস্য চাষীদের উন্নয়নে এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই ট্রেনিং সেন্টারটি মৎস্য চাষীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে অংশীদারিত্বের জন্য ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে অংশীদারিত্বের জন্য ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিসানায়েকের সঙ্গে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'রাষ্ট্রপতি দিসানায়েককে আমি ভারতে স্বাগত জানাই। আমরা আনন্দিত যে রাষ্ট্রপতি হিসাবে, আপনি নিজের প্রথম বিদেশ সফরের জন্য ভারতকে বেছে নিয়েছেন। এই সফরের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে নতুন গতি ও শক্তি তৈরি হচ্ছে। আমাদের অংশীদারিত্বের জন্য আমরা একটি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছি। আমাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতায়, আমরা বিনিয়োগের নেতৃত্বে প্রবৃদ্ধি এবং সংযোগের উপর জোর দিয়েছি।' সোমবার নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারত সফররত শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন। পরে মোদী ও দিসানায়েকের উপস্থিতিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ভারত এ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কাকে ৫ বিলিয়ন ডলারের ক্রেডিট এবং অনুদান সহায়তা প্রদান করেছে। শ্রীলঙ্কার ২৫টি জেলায় আমাদের সহযোগিতা রয়েছে এবং আমাদের প্রকল্পগুলির নির্বাচন সর্বদা অংশীদার দেশগুলির উন্নয়ন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হয়।

বুধবারের মধ্যে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির মামলায় সাক্ষীদের তালিকা তৈরির নির্দেশ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের তোড়জোড় শুরু হতে চলেছে। সোমবার মৌখিক ভাবে বিচার ভবনের বিচারক ইডিকে আগামী বুধবারের মধ্যে সাক্ষীদের তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দেন।

প্রায় প্রতি দিনই বিচার প্রক্রিয়া চলতে পারে। সোমবার মৌখিক পর্যবেক্ষণে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছে নিম্ন আদালত। নিয়োগকাণ্ডে ইডির মামলায় অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

তদন্তকারী সংস্থাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত নথি জমা দেওয়ার নির্দেশও দেন বিচারক। পাঁচ নম্বর অতিরিক্ত (সাপ্লিমেন্টারি) চার্জশিটে যাঁরা অভিযুক্ত হিসাবে পরে যুক্ত হয়েছেন, তাঁদেরও নোটিস এবং নথি দিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২৩ জুলাই গ্রেফতার হয়েছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তার পর একাধিকবার জামিনের আর্জি জানালেও তা খারিজ হয়ে যায়। গত ১৩ ডিসেম্বর, সুপ্রিম কোর্ট ইডির মামলায় শর্তসাপেক্ষে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মঞ্জুর করে। শীর্ষ আদালত জানায়, ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তিনি জামিন পাবেন। এ মাসের মধ্যেই চার্জ গঠন করতে হবে ইডিকে। জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে এই মামলার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ান নেওয়ার চেষ্টা করবে ট্রায়াল কোর্ট। পার্থবাবুকে ট্রায়াল কোর্টের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে।

কলমক্ষেত পঞ্চায়েত এলাকার সোলার লাইট বিকল

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৬ ডিসেম্বর : রাজ্যের গ্রামীন এলাকায় রাস্তার পাশে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সোলার লাইট বসানো হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই নষ্ট। কিন্তু সোলারগুলো ঠিক করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কোন হেলদোল নেই। তাই সোলার লাইট থাকলেও এর সুবিধা ভোগ করতে পারছেন না জনগণ। প্রসঙ্গত, সোনামুড়ার বেশ কিছু এলাকায় মানুষের সুবিধার জন্য, বিশেষত রাতে মানুষ যাতে নিরাপদ ভাবে চলাফেরা করতে পারে, এছাড়াও গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ বাজার, একাধিক মোড়ে এই সোলারগুলি লাগানো হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মোহনভোগ আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কলমক্ষেত গ্রাম পঞ্চায়েত, উরমাই গ্রাম পঞ্চায়েত, তেল কাজলা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রানতুলি গ্রাম পঞ্চায়েত, ও দশরথবাড়ি এডিসি ভিলেজের অধিকাংশ সোলার লাইটগুলি বিকল হয়ে রয়েছে। কলমখেত গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সোলার লাইট নষ্ট। এ নিয়ে সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। তাদের কথায়, সোলার লাইটগুলি লাগিয়ে মানুষ যখন কোনো সুবিধা পাচ্ছে না, এর থেকে এগুলো খুলে রেখে দেওয়া অনেক ভালো ছিল। সোনামুড়ার পঞ্চায়েতগুলো নষ্ট সোলার লাইটগুলি ঠিকঠাক করে মানুষের সুবিধার জন্য ব্যবস্থা করবে কিনা এটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

কুমারঘাটে অত্যাধুনিক অতিথিশালা নির্মাণের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : উনকোটি এবং উত্তর জেলার সংযোগে মধ্যবর্তী অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত কুমারঘাট শহর এলাকাতে দ্রুত অত্যাধুনিক অতিথি শালা নির্মাণের দাবি উঠেছে। সার্বিক দিক থেকে এই শহর থেকে দুই জেলায় যোগাযোগ সহজ হয়। কিন্তু কুমারঘাটে কোনো সরকারি অতিথিশালা না থাকায় পর্যটকদের অতিরিক্ত টাকা খরচ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন হোটেলগুলিতে রাত্রি যাপন করতে হচ্ছে। তাই শহরের জনগণ রাজ্য পর্যটন দপ্তরের নিকট এই দাবি করছেন। প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে কৈলাসহর মহকুমাকে দ্বিখন্ডিত করে পৃথক কুমারঘাট মহকুমা গঠন করা হয়। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের আয়ত্তে থাকা দেও টুরিস্ট লজ বন্ধ করে দিয়ে সেখানে কুমারঘাট মহকুমা অফিস চালু করা হয়েছিল। অন্যদিকে কুমারঘাট থানার পাশে আরেকটি টুরিস্ট লজ ছিল যা বন্ধ করে মহকুমা পুলিশ অফিসারের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এদিকে, পর্যটন দপ্তরের অধীনে থাকা কুমারঘাটের দুটি অতিথিশালা বা পান্থ নিবাস বন্ধ হয়ে বিকল্প কোনো সরকারি অতিথিশালা না থাকায় এই শহরে আসা পর্যটকরা অতিরিক্ত টাকা খরচ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন হোটেলগুলিতে রাত্রি যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

এদিকে, বর্তমানে মহকুমা পুলিশ অফিসারের অফিস স্থানান্তর করা হলেও পর্যটন দপ্তরের ওই অতিথিশালাটি অযত্নে পড়ে রয়েছে। থাকার ব্যবস্থা নেই। রাজ্য এবং বহিঃরাজ্যের পর্যটকরা উনকোটি জেলা এবং উত্তর জেলা ভ্রমণে এলে তাদের রাত্রি যাপনের জন্য সুবুধাজনক স্থান কুমারঘাট। ভৌগোলিক দিক দিয়ে এই দুই জেলার সংযোগের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী স্থান হবার কারণে এবং কুমারঘাট থেকে রেল এবং সড়ক পথে রাজ্য ও বহিঃ রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকার কারণেই পর্যটকরা কুমারঘাট শহরে রাত্রি যাপন করে। কিন্তু এই শহরে নেই কোনও সরকারী অতিথিশালা না রাজ্য এবং বহিঃরাজ্য থেকে আসা পর্যটকরা অতিরিক্ত টাকা খরচ করে বেসরকারী হোটেলে রাত্রি যাপন করতে চায় না।

জোট সরকারের সময়ে পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে তথ্য ও পর্যটন দপ্তর কুমারঘাটে দুইটি অতিথি নিবাস তৈরি করেছিল। সেই সময় এই অতিথি নিবাসগুলিতে রাজ্য এবং বহিঃরাজ্যের পর্যটকরা রাত্রি যাপন করতে পারতো। বেসরকারী হোটেলগুলির তুলনায় এই অতিথিশালাগুলির রুমের ভাড়া কম ছিল বলে সেগুলিতে পর্যটকদের ভিড় থাকতো প্রায় প্রতিদিন। কিন্তু বর্তমানে থানা সংলগ্ন পান্থ নিবাসটি ভূতুরে বাড়িতে পরিণত হয়েছে।

এই বিষয়গুলো নিয়ে বিবেচনা করে কুমারঘাট এলাকার বুদ্ধিজীবী মহলের অভিমত হল, কুমারঘাট শহর এলাকায় যেহেতু পর্যটন দপ্তরের নিজস্ব জমি রয়েছে সেই হিসাবে এই শহরে একটি অত্যাধুনিক যাত্রী নিবাস তৈরি করা যায়। এই যাত্রী নিবাস তৈরি করা হলে যাত্রী নিবাসকে কেন্দ্র করে দোকান পাট বসবে আর সৃষ্টি' হবে কর্মসংস্থানের। কুমারঘাটের জনগণের দাবি, রাজ্য পর্যটন দপ্তর যেন কুমারঘাট শহর এলাকাতে একটি অত্যাধুনিক অতিথি শালা নির্মাণ করে।

সুরজিৎ দত্তের প্রথম প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর: তিথি অনুযায়ী আজ রামনগরের প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় ভাব গম্ভীর পরিবেশে পালিত হয়েছে। ২০২৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বর প্রয়াত হয়েছিলেন রামনগরের জনপ্রিয় বিধায়ক সুরজিত দত্ত।

তিথি অনুযায়ী আজ উনার প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকী। উনার বাড়িতে আজ দল মত নির্বিশেষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উনার গুণমুগ্ধরা। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মেয়র দীপক মজুমদার ,কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্যসহ অন্যান্যরা।

চিন্ময়কৃষ্ণের হয়ে সওয়াল করব, মৃত্যু তো একদিন হবেই", অকপট আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসে সোমবার বিস্ফোরক চিন্ময়কৃষ্ণর আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ফের বললেন, "হিন্দু সন্ন্যাসী বলে নয় মুসলমানদের সমস্যা হলেও এগিয়ে আসতেন একইভাবে!" এই সঙ্গে বললেন, "চিন্ময়কৃষ্ণের হয়ে সওয়াল করব, মৃত্যু তো একদিন হবেই"! চিন্ময়কৃষ্ণর হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে সম্প্রতি চট্টগ্রামে আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে শারীরিক হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। তাঁর অভিযোগ, এজলাসে উপস্থিত আইনজীবীদের একাংশের আচরণ ছিল সন্ত্রাসবাদীদের মতো ! রীতিমতো আঘাত পেতে হয় আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষকে। ছেলের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ থেকে ব্যারাকপুরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথবাবু। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। ফিরে গিয়ে ফের সওয়াল করবেন সন্ন্যাসীর হয়ে, জানালেন তিনি। রবীন্দ্রবাবু জানিয়েছেন, "১০টি এমন মামলায় লড়েছি, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা। একাত্তরে দেশ স্বাধীন করেছিলাম। সেই মূল্যবোধ ধরে রাখতে চাই। গোটা দেশে সংহতির বার্তা দিতেই চিন্ময়কৃষ্ণর হয়ে আইনি লড়াই"। কলকাতায় এসেও বলেন, "চিন্ময়কৃষ্ণের হয়ে সওয়াল করব। মৃত্যু তো একদিন হবেই"! বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এই আইনজীবী জানালেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় আওয়াজ তোলায় তিনি ইউনূস প্রশাসনের চক্ষুশূল হয়েছেন। বড় সমাবেশ করায় চিন্ময়কৃষ্ণকে ভয় পেয়েছে প্রশাসন। কোনও অপরাধ করেননি সন্ন্যাসী, ভয় পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই বাংলাদেশে। দুটি সমান্তরাল প্রশাসন চলছে। রবীন্দ্র ঘোষ বলেন, "চট্টগ্রাম আদালতে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়েছে। এজলাসে ওকালতনামা ছাড়াই অন্তত ৪০ জন আইনজীবী তাণ্ডব চালিয়েছে। ওঁদের বক্তব্য, বাংলাদেশে কোনও সংখ্যালঘু নেই। ওঁরা বাংলাদেশের সংবিধান বদলে ফেলেছে। আমি মুক্তিযোদ্ধা, লড়াই চালিয়ে যাব। বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি চলছে তা খুব ভালো নয়। তবে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতে আসিনি।

চট্টগ্রাম আদালতে চিন্ময়কৃষ্ণের শুনানির পর আদালত চত্বরে প্রবল সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। সেই সংঘর্ষে মৃত্যু হয় এক সরকারি আইনজীবীর। এনিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ওখানে একজন আইনজীবী মারা গিয়েছেন। কার আঘাতে মারা গিয়েছেন সেটা বিচার না করে বলা হচ্ছে হিন্দুদের আঘাতে মারা গিয়েছে। ওই ঘটনায় ৭১ জন হিন্দু আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথবাবু বলেন, "আমরা এই দেশ স্বাধীন করেছি। শাসক আসবে যাবে। আমার একটা লোক নিগৃহীত হচ্ছে। তাকে বেআইনিভাবে জেলে রাখা হয়েছে। আমরা লড়াই করা উচিত।" প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেই রবীন্দ্রবাবু আদালতে হাজির হয়েছিলেন বাংলাদেশে জেলবন্দি সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তি চেয়ে। আদালত তাঁর আবেদন নাকচ করে দেন। আদালত জানায়, স্থানীয় আইনজীবী ছাড়া তিনি এই মামলায় সওয়াল করতে পারবেন না।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 12/17/2024, 12:48 AM